IBCA
JAPAN

আগমনী ২০২৪

দ্বাদশ সংস্করণ

12th Edition

AGOMONI 2024

India (Bengal) Cultural Association Japan

AGOMONI 2024

By
India (Bengal) Cultural Association Japan

Editing and Design:

Bhaskar Dasgupta,
Sukanya Misra,
Biplab Chakraborty,
Subhasis Pramanik,
Kaustav Bhattacharyya,
Anirban Nandy,
Sovan Sen,
and
Sudipta Das

Previous Publications by IBCAJ

Agomoni 2021

Agomoni 2020

Agomoni 2019

Agomoni 2018

Saraswat 2018

Agomoni 2017

Agomoni 2016
Saraswat 2017

Saraswat 2016

Agomoni 2015

Saraswat 2015

Agomoni 2014

Saraswat 2014

Agomoni 2013

বসুধৈব কুটুম্বকম্

This year we Unite,
as a piercing Ray of light.

We're lions, hear us roar.
We're warriors evermore.

Our sister bled to death.
Now we paint the whole world red.

Wage war against the scum.
Judgement day has come.

Front Cover Page: Sukanya Misra

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা

অনুষ্ঠান সূচী

পূজা : ১১টা ~

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান: ১২টা -১৩টা

প্রসাদ বিতরণ : ১৩টা - ১৪টা ৩০

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : ১৪টা ৩০ - ১৭টা

আরতি : ১৭টা - ১৮টা

Program

Puja: 11:00 onwards
Floral offering: 12.00 - 13.00
Lunch (Prasad offering): 13.00 - 14.30
Cultural Program: 14.30 – 17.00
Aarti: 17.00 – 18.00

Cultural Program Attractions:

- Bengali-Japanese Fusion Dance Drama
- Festive-medley from India
- Bengali Drama enacted by IBCAJ members
- Games and many more

সবারে করি আহ্বান

IBCAJ - Durgapuja 2023

Details of income and expenditure

Income	Amt (JPY)	Expenditure	Amt (JPY)
Subscription from Guests and members	1,254,146	Puja hall rent and other related expenses	271,560
Sponsorship income	265,000	Cost of foods	628,909
Collection at donation box	28,425	Transportation	91,633
		Cultural program related expenses	53,742
		Magazine printing	133,901
		Media and publicity	18,937
		Misc expenses	104,273
		Surplus	**244,616**
Total	**1,547,571**	**Total**	**1,547,571**

সম্পাদকীয়:

প্রতি বছর, যখন শরৎকালের সূর্য অস্তমিত হতে শুরু করে, তখন বাংলার হৃৎপিণ্ডের এক বিশেষ উৎসব দুর্গাপূজার আবহাওয়া আমাদের মাঝে হাজির হয়। প্রতি বছরের মতো এ বছরও আমরা, ইন্ডিয়া (বেঙ্গল) কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন দুর্গাপূজা উদযাপন করছি, যা এবার ১৩ তম বছরে। সেই সঙ্গে এ বছর আগমনির ১২তম বর্ষ। জাপানের অতি আধুনিক শহরগুলোতে, যেখানে প্রযুক্তির ছোঁয়া সর্বত্র, সেখানে বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আমরা গর্বের সাথে সফলভাবে পরিচালনা করে আসছি ।এই পূজা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনও। দুর্গাপূজা মানে এক নতুন করে জীবনে আশার আলো জ্বালানো। জাপানে আমাদের এই উদযাপনটি শুধুমাত্র বাঙালিদের জন্য নয়, বরং স্থানীয় জনগণের জন্যও একটি শিক্ষা ও বিনোদনের উৎস। তারা বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি উপলব্ধি করতে পারেন, যা আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নয়নে সহায়ক হয়। বিশেষ করে এই বছর আমাদের দুর্গাপূজার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একটি অংশ রয়েছে, যা জাপানি ঐতিহ্যবাহী শিশিমাই নৃত্য এবং আমাদের নিজস্ব বাঙালি থিম "মহিষাসুরমর্দিনী" এর মধ্যে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ তুলে ধরে। প্রসঙ্গত, এর আগে আমরা জাপানি-বাঙালি আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য ইয়োকোহামাতে এক জাপানি বাগানে বনসাই-উৎসবে সামিল হই এবং একটি বনসাই শিল্পকলাকে রবীন্দ্রভাবধারা অনুযায়ী নামকরণ করি, কারণ উক্ত বাগানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এসেছিলেন ও কয়েকদিন থেকেছিলেন।

এই বছর IBCAJ ক্যালেন্ডারে একটি ঘটনাবহুল বছর। এই বছরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল যে আমরা দুটি ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে গিয়ে অনুভব করেছি যে আমরা সমাজে ইতিবাচকভাবে অবদান রাখতে পারছি। একটি ক্ষেত্রে, আমরা একটি ভারতীয় দম্পতিকে সাহায্য করি যারা জাপানে তাদের ভ্রমণের সময় চিকিৎসা জরুরি পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন। আমাদের সমর্থনের মাধ্যমে তারা নিরাপদে ভারত পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন । এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, শুধু IBCAJ নয়, বরং আরও অনেক ভারতীয় সংগঠন আমাদের মাধ্যমে তাদের সমর্থন করেছে, যা আসলে জাপানে ভারতীয় প্রবাসীদের একত্রিত করতে সাহায্য করেছে । একটি ভিন্ন ক্ষেত্রে, আমরা ইশিকাওয়া ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কিছু সাহায্য প্রদান করেছি পেরেছি ।

এবছর, বিশেষ করে করোনা পরবর্তী সময়ে, এই পূজার মাহাত্ম্য আরও বেড়ে গেছে। মানুষ বিভিন্ন সামাজিক বন্ধন ও সম্পর্ক পুনর্গঠন করছে, আর দুর্গাপূজা সেই সুযোগ এনে দেয়। মা দুর্গার আরাধনায় আমরা আমাদের শেকড়ের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করি এবং নতুন প্রজন্মকে আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করি । উদাহরণস্বরূপ, এই বছর আমরা দুবার শিশুদের চিত্রাঙ্কন অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি, যেখানে লক্ষ্য ছিল শিশুদের এসডিজি বা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলি সম্পর্কে সচেতন করা। আমরা আশা করি এর মাধ্যমে শুধু শিশুরা নয়, তাদের অভিভাবকরাও এসডিজি সম্পর্কে সচেতন হবেন ।

IBCAJ দুর্গাপূজার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির মধ্যে একটি হল নারীদের ক্ষমতায়ন। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের মধ্যে একজন মহিলা সদস্য পৌরহিত্য করছেন, যাকে আমরা বলছি মায়ের হাতে মায়ের পূজা । বর্তমানে একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা হল নারী নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের পূজাপদ্ধতি এমন ধারণারই প্রতীক। নারীবাদের প্রতি বিশ্বাসকে জোরদার করার জন্য, এই বছরের ম্যাগাজিনের কভারের পৃষ্ঠা বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা নারী শ্রমিকদের প্রতি আমাদের সংহতি পুনর্ব্যক্ত করছি, যারা কর্মস্থলে নিরাপত্তার দাবি জানাচ্ছেন, যা বর্তমানে ভারতের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়।

মা দুর্গার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করুন এবং আমাদের মধ্যে শান্তি, সমৃদ্ধি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন।

সকলকে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা!

भारत के राजदूत
AMBASSADOR OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजदूतावास
Embassy of India
2-2-11 Kudan Minami, Chiyoda-ku
Tokyo 102 0074

MESSAGE

It gives me immense pleasure to extend my heartfelt greetings to the India (Bengal) Cultural Association (IBCAJ) celebrating Durga Pooja on October 13th. This festival is a profound symbol of our rich cultural heritage, celebrating the triumph of good over evil and the empowerment of the divine feminine. It is a time for reflection, togetherness, and the renewal of hope.

The celebration provides an opportunity to younger generation to remain connected with our cultural roots, Indian values and traditions. The festival also provides an insight to our rich cultural heritage to our friends in Japan with an opportunity for them to participate and enjoy culture of India.

Embassy of India celebrates all festivals of India to get connected with our Japanese friends, more closely, with India and our cultural values and ethos. The deep respect for cultural exchange that is already rooted in Japan finds new dimension as more people engage with our festivals. I invite Indian Diaspora to join hands with Embassy to further deepen our engagements with friends of India in Japan.

I also extend my wishes to India (Bengal) Cultural Association Japan for bringing out its **Annual Magazine Agomoni**, which provides a wonderful platform to the community for literary expression.

May this festival bring joy, prosperity, and peace to every one.

Wishing you all a very Happy Durga Puja!

(Sibi George)

Tokyo
September 25, 2024

Telephone: +81-3-3265-5036 ; Fax: +81-3-3262-2301 ; E-mail: amb.tokyo@mea.gov.in ; amboffice.tokyo@mea.gov.in

From the President's Desk

Another year has just passed by and it is the time to celebrate Bengalis' biggest festival - *Durga Puja*. We are really proud to be able to continue celebrating this festival for a straight 13 years in one of the busiest cities in the world. This was possible only because of the collective strength of our members, their co-operations and absolute dedication toward IBCAJ.

As part of the larger Bengali community in Japan, I am delighted to note that number of Durga Puja festivals is increasing every year in various cities in Japan, including Tokyo. It's really wonderful to see that not only people from West Bengal or other parts of India but also people from various other countries as well as the Japanese fraternity are coming together to celebrate the festival.

Like every year, our cultural team is going to present a bouquet of cultural programs. I would specifically like to mention about our collaboration this year on the Japanese lion dance and *Mohisasur Mordini*. We are also going to have a full-fledged Bangali stage drama after a long time.

I would like to congratulate our Magazine team for the consecutive 12th years of publishing *Agomoni* successfully. We started publishing *Agomoni* from our 2nd year of Durgapuja. Thus this is the 12th year of *Agomoni*. I would like to take this opportunity to thank our magazine team, the cultural team and the social media team for their tireless work for the last few months.

I would like to express my deepest gratitude to The Embassy of India in Japan for their constant support and guidance. The Embassy of India in Japan is pleased to announce that India and Japan are celebrating the Year 2024 as India-Japan Year of Tourism with the theme 'Connecting Himalayas with Mount Fuji'. We are extremely happy and proud to be part of this initiative. I sincerely hope that through this and other similar initiatives in the future, Indo-Japan relationship will reach a new height and cross new milestones.

In the past one year, IBCAJ has been able to associate itself with a number of social activities that ranges from extending a helping hand to the people in distress, supporting relief activities of the Japanese government post the Noto earthquake to running a number of Sustainable Development Goal (SDG) related activities throughout the year. We would like to sincerely thank all our patrons and sponsors as without their help it was nearly impossible for us to undertake these initiatives.

Last but not the least, on this auspicious occasion, let us forget our pains, sorrows, pride and arrogance and come closer to create a bond of unity and integrity. Let us pray to Maa Durga for our good health and prosperity for the coming days. HAPPY DURGA PUJA to all of you.

Swapan Kumar Biswas
Place: Tokyo, Date: 13 October 2024
(President, IBCAJ)

সূচীপত্র

বিশেষ আকর্ষন

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রজাপান সম্পর্ক
প্রবীর বিকাশ সরকার 8-13

Interview of Kazuto Sashihara, A Tabla Practitioner and Teacher in Tokyo
Photo and Concept by: Moumita Mukherjee & Nitin Srivastava 22-24

IBCAJ: Leading the Charge in Sustainable Development Goals with Joy and Innovation
Sukanya Misra 25-26

Rejoice in the rhythm of good over evil
Antara Sen 27-28

শব্দবাজি—বাংলা শব্দের খেলা
রয় চৌধুরী 31-32

গল্প / রম্যরচনা

সিংহসদন
এনাক্ষী মিশ্র 33-37

Sons of Nature
Shashank Saha 40-42

হেমন্তের শতরঞ্জ
অর্চিস্মিতা মিশ্রা 43

এক অবিস্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনী
বিদ্যুৎ কুমার রায় 45-48

ভাষার বিড়ম্বনা
কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য 49

নাটক

চেনা শরতের উপাখ্যান
বিপ্লব চক্রবর্তী 55-61

Quiz

Clue Based Quiz
Sudipto Saha 62-64

Recipe

Recipe Section
মৌসুমী বিশ্বাস 65

ড্রয়িং 51-53

Ayushmit Biswas, Shreyan Dutta, Aron Sen, Debosmita Biswas, Debraj Biswas, Moumita Biswas

প্রবন্ধচিত্র

Moumita Mukherjee (22), *সুকন্যা মিশ্র* (33), *কেয়া ভট্টাচার্য্য* (49)

কবিতা

প্রত্যুষা সরকার, নির্মাল্য ভট্টাচার্য্য, সৈকত ঘোষ, Dr Sudipto Banerjee, অভিজিৎ রায়, কেয়া ভট্টাচার্য্য, সুদীপ্ত দাস (অনুবাদ), Souvik Sardar 15-19

ফটোগ্রাফি

Kalyan Halder 29

বিশেষ চিত্রকলা

Rajarshi Chattopadhyay (30), Soumya Bhattacharjee (53), Dr. Sudipto Banerjee (52)

প্রসঙ্গঃ রবীন্দ্র-জাপান সম্পর্ক

প্রবীর বিকাশ সরকার

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক ১৯০২ সাল থেকে শুরু হয়ে আজ ১২২ বছরে এসে উপনীত হয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময় ধরে জাপানে তার নাম ও স্মৃতি মলিন হয়নি একেবারেই। বিগত শতবছরের অধিক সময়ে তাকে ঘিরে কত ঘটনা ও স্মৃতি যে জাপানি ভাষার অসংখ্য গ্রন্থ, সাময়িকী, পত্রপত্রিকা এবং দলিলপত্রে বিধৃত হয়ে আছে তার হিসেব নেই। সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথের বাইরে প্রাচ্যের আর কোনো মনীষীকে নিয়ে এত মাতামাতি জাপানে হয়নি বিগত শতবছর ধরেই। সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার বইকি! জাপানকে তার কতখানি ভালো লেগেছিল প্রমাণ পাওয়া যায় কবিগুরুর রচনাদি থেকে। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য জাপানের কত জ্ঞানীগুণী ভারতে গিয়েছেন, পা রেখেছেন শান্তিনিকেতনে তার কোনো হিসেব নেই। হিসেব নেই ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯২৪ এবং ১৯২৯ সালে তার পাঁচবার জাপানে আগমন এবং অবস্থানকালে জাপানের বিভিন্ন স্তরের কতজন নাগরিক একটিবার স্বচক্ষে তাকে দর্শন করার জন্য উদ্বেল হয়েছিলেন। জাপানের যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তাকে ঘিরে জড়ো হয়েছেন বিশিষ্টজন থেকে শুরু করে তরুণপ্রজন্ম। রবীন্দ্রনাথ ও জাপান সম্পর্ক নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অনেক জাপানি নাগরিকের লেখায় কবির সঙ্গে সাক্ষাতের বা তাকে দর্শন করার কথা জানতে পেরেছি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব এবং পরবর্তীকালে বলা যায় জাপানে একাধিকবার রবীন্দ্র-আন্দোলনের ঘটনা ঘটেছে বুদ্ধিজীবীমহলে। প্রথমদিকের আন্দোলনের পেছনে রয়েছে কবিগুরুর এশিয়ায় প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জনকে কেন্দ্র করে। ১৯১৩ সালে শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর বাইরে পরাধীন সংকর জাতির একটি উপনিবেশ ভারত থেকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার নামক বিশ্বস্বীকৃতি অর্জন ছিল এককথায় অভাবনীয়। এই অভূতপূর্ব অর্জনের ঘটনা ভারতবাসী হিসেবে, বাঙালি হিসেবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম অতিদ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। এশিয়ার দেশসমূহ তার ব্যতিক্রম ছিল না। উনিশ-বিংশ শতকে এশিয়া মহাদেশের পরাক্রমশালী শিল্পোন্নত সাম্রাজ্য ছিল জাপান। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তো বটেই, আধুনিক শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পুরোধা ছিল দেশটি। ধারণা করা হয়েছিল যেকোনো ক্ষেত্রে এশিয়ায় নোবেল পুরস্কার কারো দ্বারা অর্জিত হলে তিনি জাপানিই হবেন। কিন্তু তৎকালে ভারতবর্ষের মতো অনগ্রসর বিদেশি শক্তির দ্বারা পদানত কোনো দেশ থেকে অজানা কোনো কবি সমগ্র এশিয়া মহাদেশে প্রথম তার মেধা ও মননশীলতার জন্য নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হবেন এটা স্বপ্নেও চিন্তার বিষয় ছিল না। বস্তুত তাই ঘটেছিল। ফলে জাপান শুধু নয়, এশিয়ার তৎকালীন বুদ্ধিজীবী এবং সৃজনশীল মানুষের দৃষ্টি তার দিকে নিবিষ্ট হয়েছিল। জাপান তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র অবিভক্ত কোরিয়া ও চিনে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এই ঘটনায়। রবীন্দ্ররচনাপাঠ, অনুবাদ এবং সভাসম্মেলন ইত্যাদির জোয়ার বয়ে যায় জাপানে। সেই আলোড়ন এবং আন্দোলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সরব ছিল।

যুদ্ধের পর ১৯৫২ সালে মিত্রশক্তি আমেরিকার দখল থেকে মুক্তিলাভের পর জাপানে পুনরায় রবীন্দ্র-আন্দোলনের সূচনা ঘটে সর্বমান্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রাচ্যবিদ, ভারততত্ত্ববিদ, বৌদ্ধধর্মপণ্ডিত, দার্শনিক, বেদবিশেষজ্ঞ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আজীবন রবীন্দ্রভক্ত শিক্ষাবিদ ড.নাকামুরা হাজিমে এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে। আবার শান্তিনিকেতনে যাওয়া-আসা শুরু হয় জাপানি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক এবং রবীন্দ্রভক্তদের। ভারত থেকেও শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিভিন্ন পেশার নাগরিকদের আগমন ঘটতে থাকে জাপানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্বে সূচিত দুদেশের মধ্যকার শিক্ষা-সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন ঘটে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত, অর্থনৈতিক সঙ্কটে বিপর্যস্ত, আধ্যাত্মিক শক্তিহারা জাপানকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অগণন বিশিষ্ট নাগরিক রবীন্দ্রচর্চায় উদ্যোগী হন। গড়ে ওঠে আবার রবীন্দ্র-আন্দোলন। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত অভূতপূর্ব এক রবীন্দ্রবন্দনার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে তিনটি বছর ধরে নানা ধরনের অনুষ্ঠানপরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হয়। নেতৃত্বদেন যুদ্ধপূর্বসময়ের অনেক বিশিষ্ট রবীন্দ্রভক্ত। এরকম বিরল রবীন্দ্রজন্মবর্ষ উদযাপন সেইসময় আর

কোনো দেশে হয়েছে বলে জানা নেই। এই ঘটনার পর থেকে রবীন্দ্র-আন্দোলনের উত্তাপ কিছুটা ম্রিয়মাণ হলেও নিভে যায়নি আদৌ। ১৯৬৬ সাল থেকে এক ঝাঁক তরুণ রবীন্দ্রভক্তের আবির্ভাব ঘটে জাপানে। যাদের কেউ কেউ এখনো সচল এবং তাদের লেখালেখি ও গবেষণায় রবীন্দ্রনাথ নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন। প্রতিবছরই কোথাও না কোথাও ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, জনসেবা, প্রকৃতিভাবনা, রাজনৈতিক দর্শন, ধর্মীয়চিন্তা, সাহিত্য, সঙ্গীত, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি নিয়ে সভা ও সেমিনার এবং অনুষ্ঠানাদি হচ্ছে এই পুঁজিবাদী প্রচণ্ড ব্যস্ততম জাপান নামক দেশটিতে, যা অভাবনীয় বললে অতিরিক্ত বলা হয় না। বাঙালি হিসেবে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। যদিও আমাদের সমাজে আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় অবহেলিত, অনালোচিত এক মানুষ। তার শিক্ষাচিন্তা থেকে, দিকনির্দেশনা থেকে এবং সর্বোপরি তার সৃজনশীলতার ধারা থেকে তরুণপ্রজন্ম বিচ্ছিন্নপ্রায় বললেই চলে।

১৯৬১ সালে কবিগুরুর জন্মশতবর্ষ জাপানে ঘটা করে উদযাপিত হয়েছিল, কিন্তু সেই কর্মযজ্ঞের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম না। সেই সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু ২০১১ সালে কবিগুরুর সার্ধশত জন্মবর্ষ উদযাপনের মূল উদ্যোগ গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলাম জাপানে। তারই কিছুকথা এখানে উপস্থিত করতে চাই ভবিষ্যতের জন্য। যাতে করে জাপান-বাংলা সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় সম্পর্কের ইতিহাস রচনায় সহায়ক হয়।

২০১১ সাল ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০তম জয়ন্তী। বিশ্বের অন্যান্য দেশে কীভাবে উদযাপিত হয়েছে বা আদৌ হয়েছে কি না জানা নেই। তবে একজন বাঙালি এবং রবীন্দ্রভক্ত হিসেবে আমি একটি উদ্যোগ গ্রহণ করি জাপানে। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে আমার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন জাপানি রবীন্দ্রভক্তদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করি য়োকোহামা বন্দরনগরের একটি মিলনায়তনে ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি। জাপানিদেরকে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি আমার বান্ধবী একনিষ্ঠ রবীন্দ্রভক্ত

শ্রীমতী ওওবা তামিকো। প্রথমেই শ্রীমতী তামিকোর সঙ্গে আলাপ করি। যেমনটি ২০০০ সালে আমি উদ্যোগ নিয়েছিলাম জাপান-বাংলা শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে। ২০০২ সাল ছিল জাপান-বাংলা অঞ্চলের দ্বিপাক্ষিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক সম্পর্কের শতবর্ষপূর্তি। ১৯০২ সালে বিশ্বখ্যাত জাপানি মনীষী শিল্পাচার্য ওকাকুরা তেনশিন কলিকাতায় যান এবং স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। সেই থেকে এই সম্পর্কের সূচনা। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান ভ্রমণ করে এই সম্পর্ককে সুদূরপ্রসারী করেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ আরও চারবার জাপান ভ্রমণ করেন। তাতেই বোঝা যায় জাপানকে তিনি কতখানি ভালোবেসেছিলেন। এ দেশের সর্বমহলে তার ঈর্ষণীয় বিপুল জনপ্রিয়তা বৃহত্তর বাঙালির জানা নেই বললেই চলে। ১৯৬১ সালে অভূতপূর্ব এবং নজিরবিহীন রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদযাপিত হয়েছে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা ২০১১ সালে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবর্ষ উদযাপনে সচেষ্ট হই। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের কতিপয় প্রবীণ এবং নতুন তথা তরুণ ভক্তকে নিয়ে আমরা গঠন করি "তাগো-রু সেইতান হিয়াক্কু গোজুউ শুউনেন কিনেনকাই" অর্থাৎ "টেগোর ১৫০ জাপান" নামে একটি উদযাপন কমিটি। ব্যবসায়ী কাওয়াই ৎসুতোমু হচ্ছেন কমিটির প্রধান তথা সম্মানিত সভাপতি। তিনি রবীন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু চিত্রশিল্পী আরাই কাম্পোর দৌহিত্র। সে বছরের জুন মাস থেকে শুরু হয়েছিল ১৫০তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। পরের বছর মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত চলে। যদিও বা শুরু হওয়ার কথা ছিল এপ্রিল মাস থেকে কিন্তু মার্চ মাসের মহাভূমিকম্পের কারণে পিছিয়ে যায়।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবর্ষ যে রকম ঘটা করে উদযাপিত হয়েছিল তেমনটি এবার না হলেও সারা বছর অনুষ্ঠানাদির আয়োজন চলেছে বিভিন্ন জায়গায়। রাজধানী টোকিওসহ অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেক নবীন-প্রবীণ রবীন্দ্রভক্ত উপস্থিত

হয়েছিলেন রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞদের মুখে প্রিয় কবির কথা ও তার সম্পর্কে আলোচনা শোনার জন্য। একদা রবীন্দ্রনাথের যারা বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাদের কোনো কোনো উত্তরপুরুষও উপস্থিত হয়েছেন। যাদের বয়স এখন ৫০ থেকে ৯০ এর অধিক। অভাবনীয় এক ব্যাপার! সম্ভবত এরকম ঘটনা জাপান ছাড়া অন্য কোনো দেশে ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই। জাপানিরা যে আসলেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসতেন, এবং এখনো ভালোবাসেন এই ঘটনা ছিল তারই অকাট্য প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু জুদো প্রশিক্ষক সানো জিননোসুকে, যিনি ১৯০৫ সালে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন জুদো তথা জাজুৎসু শেখাতে, তার কন্যা শ্রীমতী কুরোকাওয়া কিয়ো, যার বয়স প্রায় ৯৩ ছুঁই-ছুঁই তিনিও এসেছিলেন। তার পিতৃদেব ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক নিয়ে তিনি স্মৃতিচারণ করেছিলেন ২৩ সেপ্টেম্বর (২০১১) তারিখের একটি অনুষ্ঠানে। উল্লেখ্য যে, সানো ১৯২৪ সালে জাপানি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ 'গোরা' উপন্যাসটি অনুবাদ করেছিলেন মূল বাংলা থেকে।

২২ অক্টোবর (২০১১) অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেইও গিজুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের কমিটির সঙ্গে যৌথভাবে কিতামোন মিলনায়তনে একটি সিম্পোজিয়াম এবং রবীন্দ্র কবিতার অনুবাদ ও সংগীত। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে যখন জাপানে প্রথম ভ্রমণে আগমন করেন তখন টোকিও ইম্পেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন ওই সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ন্যাশনালিজম নিয়ে। বিংশ শতাব্দির পৃথিবী তখন উন্মত্ত ন্যাশনালিজমের অগ্নিঝড়ে উন্মাতাল। এই উগ্র ন্যাশনালিজমের জন্ম দিয়েছে য়োরোপ মূলত ফরাসি বিপ্লবের পথ অনুসরণ করে। বলাবাহুল্য, এটা হিতে বিপরীত হয়েছিল ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোর জন্য, যেমন ভারতবর্ষে। জাপানেও উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে তাদের সার্বভৌমত্বকে রুশ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তবে ইংরেজি **ন্যাশনালিজম** আর এশিয়া তথা প্রাচ্য ন্যাশনালিজম কখনই এক বিষয় ছিল না। য়োরোপ উগ্র ন্যাশনালিজমের উত্থান ঘটিয়েছিল পররাষ্ট্র দখল এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে আর প্রাচ্যে ন্যাশনালিজমের উত্থান ঘটেছিল এশিয়া মহাদেশ থেকে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদকে ঐক্যবদ্ধভাবে হটানোর তাগিদে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে ন্যাশনালিস্ট ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এর সুফল ও কুফল বিবেচনা করে সেখান থেকে সরে আসেন প্রকাশ্যে। কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আমৃত্যু প্রকৃত দেশদরদি জাতীয়তাবাদী। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় তার উদয়াস্ত দেশদরদি কর্মতৎপরতার কথা সর্বজনবিদিত।

জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে এ মেসেজ ফ্রম ইন্ডিয়া টু জাপান বক্তৃতায় তিনি জাপানিদের উগ্রজাতীয়তাবাদ ও সমরপন্থা সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ এবং সমালোচনা করেছিলেন। এর ফলে জাতীয়তাবাদীরাও তার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন; শীতল হয়ে উঠেছিলেন তার প্রতি অনেকেই। তারপরও তার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি, আরো চারবার তিনি এই দেশে বহির্বিশ্বে যাওয়া-আসার পথে আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। মুক্তমনে অবস্থান করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন। আজকের প্রেক্ষাপটে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন দক্ষ কূটনীতিক। প্রথমবার ভ্রমণের সময় টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিতর্কিত বক্তৃতার পরপরই তিনি তিনি কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ন্যাশনালিজম বিষয়ে বক্তৃতা করেন তবে স্পিরিট অব জাপান নামে অর্থাৎ জাপানের আধ্যাত্মিক শক্তি ও সাধনা নিয়ে। সেখানে তিনি বেশ নমনীয় হন, ভূয়সী প্রশংসা করেন জাপানি জাতির স্বাতন্ত্র্যবাদকে। এবার জাপানিরা তার সে বক্তৃতায় অনেকটাই প্রীত হন। রবীন্দ্রনাথ জাপানের স্বতন্ত্র জীবনব্যবস্থা, চিন্তা-ভাবনা, সংস্কৃতিচর্চা, শিল্পকলা, ক্রীড়া-বিনোদনের প্রশংসা করেন।

সেই কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিগুরুর সার্ধশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে তিনজন বক্তা বক্তৃতা দিয়েছেন। বাংলা ভাষাসাহিত্যপ্রিয় রবীন্দ্রভক্ত বিশিষ্ট জাপানি অধ্যাপক ও গবেষক ড. উসুদা মাসায়ুকি, বাংলা ভাষার অধ্যাপিকা ও গবেষিকা ড. নিওয়া কিওকো এবং কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং জাপানে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত আফতাব শেঠ। অধ্যাপক উসুদা রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। অধ্যাপিকা নিওয়া চমৎকার আলোচনা করেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, পরবর্তীকালে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক এবং জাপানের প্রথম আন্তর্জাতিক কবি একদা রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নোগুচি য়োনেজিরোও এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্ক নিয়ে। প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও লেখক আফতাব শেঠ তার বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথকে রাষ্ট্রদূত

হিসাবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, "ওকাকুরা ও রবীন্দ্রনাথ একে অপরের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। জাপানের নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক কাওয়াবাতা য়োশিনারি কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনে এতই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে সাহিত্য সাধনায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করে পরবর্তীকালে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছিলেন।"

সাড়ে তিন ঘণ্টার এই সিম্পোজিয়ামের শেষে ছিল হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ভিত্তিক বার্ষিক সোকা (উজানযাত্রী) সাময়িকীর সম্পাদক ড.তোওগাওয়া মাসাহিকো প্রদত্ত তিন জনের বক্তৃতার ওপর পর্যালোচনা। এরপর শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তর পর্বে জাপান ও রবীন্দ্রনাথ, ওকাকুরা ও রবীন্দ্রনাথ, নোগুচি-রবীন্দ্রনাথ-কেইও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্ক এবং বিশ্বরাজনীতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বক্তারা। প্রশ্নপর্বে অংশগ্রহণ করেন ওকাকুরা তেনশিনের প্রপৌত্র অধ্যাপক ও গবেষক ওকাকুরা তাকাশি, দৈনিক আসাহি শিম্বুন পত্রিকার প্রাক্তন সাংবাদিক এবং রাইশাওয়ার সেন্টার আমেরিকার অতিথি গবেষক তাকেউচি য়ুকিফুমি, বিশ্বভারতীতে বাংলা ভাষার প্রাক্তন শিক্ষার্থী ওসাকা বিশ্ববিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবীন্দ্রভক্ত ড. মিজোকামি তোমিও, ওওকুরা আধ্যাত্মিক গবেষণা কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ গবেষক হিরাই সেইজি প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ যেমন গোরার বাংলা ও জাপানি অনুবাদ, গীতাঞ্জলির প্রথম ইংরেজি অনুবাদ, ক্রিসেন্ট মুন, ১৯১৬ সালে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত দুটি বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি, নোবেল পুরস্কারের মুদ্রিত সংবাদ ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া আমার সংগৃহীত ৩৮টি পুরনো দুর্লভ আলোকচিত্র প্রদর্শনীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ছবিগুলো জাপান ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত মহাযুদ্ধপূর্বে

জাপানে গৃহীত যার অধিকাংশই কম বা একেবারেই অপ্রকাশিত। দর্শকরা আগ্রহভরে সেগুলো উপভোগ করেছেন। কী রকম গভীর সম্পর্ক ছিল জাপানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের, এই ছবিগুলোই তার উজ্জ্বল প্রমাণ, যা বৃহত্তর ভারতবাসী জানেন না বললেই চলে।

এই অনুষ্ঠানে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি প্রিয় লেখক, অনুবাদক ও গবেষক অধ্যাপক ড.উসুদা মাসায়ুকির সঙ্গে সাক্ষাৎ। জাপানে আগমনের পর থেকে তার বাংলা সাহিত্য এবং বাংলাদেশ-প্রীতির কথা শুনে আসছি বহু বছর ধরে। বাংলাদেশে গিয়ে গবেষণাও করেছেন একাধিকবার। লিখেছেন মোত্ত শিরিতাই বাংরাদেশু তথা আরও জানতে চাই বাংলাদেশ নামে বিখ্যাত গ্রন্থ। স্বদেশি যুগের বিপ্লবী মহাত্মা আশ্বিনীকুমার দত্তকে নিয়ে গবেষণার জন্য বরিশালেও ছুটে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশে প্রথম গিয়েছিলেন ১৯৭৩ সালে। তার সঙ্গে ফোনে কথাও হয়েছে আমার একাধিকবার। তার লিখিত গ্রন্থাদি পড়ার সৌভাগ্যও হয়েছে। তার বিদূষী পত্নী শ্রীমতী উসুদা ওয়াকাকো কর্তৃক প্রকাশিত ইন্ডিয়া ৎসুশিন নামে বুলেটিন অত্যন্ত প্রশংসিত একটি কাজ। সেটাও কয়েক বছর আমি নিয়মিত পেয়েছি। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে অধ্যাপক উসুদার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেনি আমার। আমার স্ত্রী নোরিকো মিয়াজাওয়া উসুদা স্যারের কয়েকটি বাংলা ভাষার ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন। এবার স্যারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মনে হলো অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ আমরা। পাশাপাশি বসে মাঝে মাঝে বাংলা, জাপানিতে নানা আলাপ করলাম। সাড়া জাগানো কল্যাণী সাময়িকীর কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তরে বললেন, এটা শুরু করেছিলেন বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞ এবং তার বাংলা ভাষার শিক্ষক অধ্যাপক ড.নারা ৎসুয়োশি। কাগজটির কথা তিনি প্রথম জানেন যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ফিরে এসে তিনিও এর সম্পাদনা, লেখাপ্রকাশ এবং প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। অনিয়মিত হলেও বাংলা ও হিন্দি সাহিত্য, ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, লোকসাহিত্য বিষয়ক সাময়িকীটি এখন সম্পাদনা করছেন উসুদা স্যার নিজেই জানালেন। বললেন, "লেখা সংগ্রহ করা যেমন কঠিন, তেমনি প্রকাশ করাও কঠিন।" এই পর্যন্ত ১৮টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আমার সংগ্রহে রয়েছে দুটি পুরনো সংখ্যা। স্যারের সংগ্রহেও অনেক সংখ্যা নেই বলে জানালেন। তার হাতে দেখলাম সদ্য প্রকাশিত মূল বাংলা থেকে জাপানি ভাষায় তারই অনূদিত রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী গ্রন্থ শেষের কবিতা গ্রন্থের একটি কপি। হাতে নিয়ে দেখলাম, অসাধারণ অনুবাদ করেছেন! এই নিয়ে শেষের কবিতা জাপানি ভাষায় দুবার প্রকাশিত হলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্বে জাপানে আশ্রিত মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং বান মিয়াও যৌথভাবে জাপানিতে অনুবাদ করেছিলেন।

উসুদা স্যারকে নেইমকার্ড এবং সদ্য প্রকাশিত আমার Rabindranath Tagore: India-Japan Cooperation Perspectives গ্রন্থটি দিলাম, বিনিময়ে বললেন, "আমি তো অবসর নিয়েছি, নেইম কার্ড নেই। তবে আমি আপনাকে মেইল করব।" সেই মেইল পেলাম সেদিন বাসায় পৌঁছার কয়েক ঘণ্টা পরেই। আমাকে লিখেছেন, "গ্রন্থটি অনেক তথ্যের সমাবেশ। সহজ ইংরেজিতে লেখা হয়েছে, ফলে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। বিশেষ করে, রবীন্দ্রভক্ত কুনিয়োশি ওবারা এবং ওওকুরা কুনিহিকো সম্পর্কে লিখিত তথ্যগুলো আমার কাজে লাগবে। নভেম্বর মাসের ৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথের ১৫০তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে ওওকুরা সেইশিন বুনকা কেনকিউজো তথা ওওকুরা আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে আমার বক্তব্যে আপনার গ্রন্থ থেকে কিছু তথ্য ব্যবহার করব, তা আগাম জানিয়ে রাখলাম।"

এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ সেই মুহূর্তে আমার কাছে আর কিছু ছিল না। প্রত্যুত্তরে স্যারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালাম। ১৯১৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত জাপানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের গভীরে কত ঘটনা যে আলো ছড়িয়ে আছে সার্ধশত জন্মবর্ষ উদযাপন তেমনি একটি।

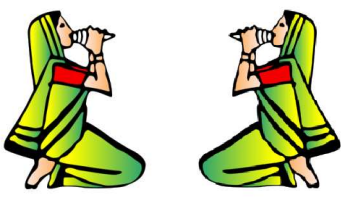

NEHA'S JEWELRY

EXHIBITION

DON'T MISS OUT ON OUR EXCLUSIVE

DIWALI SALE

PRESENTING TO YOU FINE JEWELLRY IN 18K GOLD WITH NATURAL DIAMONDS, PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES

OCTOBER 19TH, 2024 – SATURDAY

11:00 TO 17:30

TOKYO MITHAI WALA, 3RD FLOOR,
6-8-5 NISHIKASAI, EDOGAWA CITY,
TOKYO

NEHA: 090 1762 7100

KIARA JEWELLERY JAPAN

একটা নেই এর ওপর দাঁড়িয়ে

প্রত্যূষা সরকার

ভুল বোঝাবুঝিতে আধখানা শহর ফেলে এসেছি।
কান্না লিখতে শুরু করেছিলো যে ছেলেটা, মৃত্যু পেরিয়ে এসেছে কবেই।
বহুতল বারান্দায় ছাপোষা আঁশটে আকাশ, যত উঁচুই হোক না কেন
স্থাবর বা অস্থাবর বলে জীবন ছাড়া আর কিছুই নেই।
কিছুই না হয় থাকলো না, ভুলের মতো উচ্চারণ···
ফোনেটিক্স অথবা ধুলোবালি ঠাসা অ্যাংলো স্যাক্সন পিরিয়ড!
অথচ সে সব একদিন আমার হতে পারতো, অর্ধেক কিংবা চতুর্থাংশ

অস্থির প্রহসনে যতটা সময় চলে গেছে,
বলিরেখা কমতে কমতে দাড়িপাল্লার ওপাশ ভারি করেছে বেশ।
শহর পিছিয়ে গেছে বেমালুম···
এরপরেও যত বেশি নিঃস্ব হবে
তুমি বিজ্ঞাপনে কেটে যাবে রংচটা মুহূর্ত

না-লেখা চিঠি, না-বলা কথা

নির্মাল্য ভট্টাচার্য্য

সব ঘাট চিনে নেয় নাবিকের রোজ যাতায়াত
স্টীমার ছেড়েছে আজ, পরে আছে কুয়াশার ধুলো।
পথ ফেলে গেছে পথে, নক্ষত্রের কোলে শুয়ে রাত –
আমি শুধু মেঘ মানে বুঝি তোর খোলা চুল গুলো।
এভাবে ভাবিনি, সব ঘৃণাও কি ভালোবাসা পায়?
তোকো লেখা চিঠিগুলো একান্তে ঘুম হয়ে বাঁচে।
আমরা পেরিয়ে আসি অন্ধকার আর অসময় –
ছায়ানট সন্ততি রেখে যায় বিভাসের কাছে।
বৃষ্টি পড়বে ঠিক, কোনও এক অকালশ্রাবণে।
ভিজে যাবে রাতটুকু , চৌকাঠে মেঘ মাতোয়ারা,
ঘুমাবেনা কোনো পাখি। কোলাহল নিয়নের বনে।
আমি শুধু তোর কাছে নিশ্চুপ, আর দিশেহারা।
তোর তো জানার কথা নয়, কথা নেই আনাচে কানাচে
শুধু কিছু পালতোলা হাওয়া ঘিরে মেঘ একা পড়ে আছে।

পয়েন্ট টু বি নোটেড

সৈকত ঘোষ

এটুকু ডানা-ঝাপটানোর পর
তোমার কোমর থেকে উড়ে যাচ্ছে পিকাসোর মেঘ

এসব নাচ-মুদ্রায় অসময়ে
হাঁটুজল জমে শহরে

মুগ্ধতার সাদা-কালো পাটিগণিতে
বেজে চলে একটানা বিসমিল্লা

আমি দেখি
দ্রুত আবহাওয়া পরিবর্তিত হচ্ছে
মুহূর্তকে গ্লাসে ঢেলে
তোমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন কর্পোরেট ঈশ্বর

Devi Paksha

Dr Sudipto Banerjee

Mahalaya begins the Devi paksha, welcoming “Ma”
NAVRATRI celebration starts throughout India

Clouds floating in the sky like a divine motion
Joy of AGOMONI is so endless as the ocean

The arrival of Autumn is a beauty untold
Nights of *Nyctanthes* awaits you - behold

ASHWIN is the month, Bengalees wait for
Swaying catkins enhance the field with colour

Eremitical fluffy clouds sway away from the sky
Golden hues of sunlight reach a new high

Welcoming Ma Durga from all dimensions
Bengalees celebrate with focussed attention

The festival symbolizes triumph of good over evil
Slaying of Mahishasur is like killing internal devil

Pride, greed, wrath, envy, lust are evils in a man

Let Holy Mother kill these demons that destroy human clan||

বাংলা আমার প্রাণ -

অভিজিৎ রায়

আমি বাংলায় হাসি , বাংলায় কাঁদি
বাংলায় গান গাই ,
বাংলার ব্যাথা অনুভব করি
তার প্রতিকার চাই ...
বাংলা আমার মাতৃভাষা
বাংলা প্রাণময় ,
বাংলাই আমায় পথ দেখাবে
করতে ক্ষত নিরাময় ...
বাংলা আমার চোখের আলো
বাংলা আমার কণ্ঠশক্তি,
আজ বাংলা চায় যে শুধু
অন্ধকারের চিরমুক্তি..
আবেগযুক্ত আমি যে বাঙালি
বাংলায় আমি কথা সে বলি ,
আপনি শুদ্ধ করো যে আজ
জাতির গৌরব হবে পুনরুদ্ধার .

We cordially thank Mrs. Dipti Dutta, Mr. Abhijit Roy, Mr. Debraj Patra, Mrs. Antara Sen and Mrs. Somdatta Banerjee Solanki for special donation to Durgapuja, 2024

হারি না

কেয়া ভট্টাচার্য্য

জিতব তখন খেলব যখন আর কোনো বাধা মানি না
লড়াই আমার নিজের সাথে, অন্যের কাছে হারি না।

মাথায় আকাশ অনেক বড়, স্পষ্ট রোদের আলো
কর্ণকবচ হয়েছে প্রকট, যতই আগুণ জ্বালো

সব সত্যি দেখতে পাবো — এতটা স্বচ্ছ চাই না

লড়াই আমার নিজের সাথে, অন্যের কাছে হারি না।

রোদ পোড়ালে জুড়িয়ে দেবে আকাশ ভরা বৃষ্টি
জানি, আমায় থামতে দেবে না আমার গড়া কৃষ্টি
দু:খ ভোলার দু:খ দিও না, আমার স্মৃতি তো পোড়ে না
লড়াই করি নিজের সাথে, আর কারো কাছে হারি না।

দহনজ্বালা, সেও জুড়াবে, ঘিরবে শীতের আদর
হেরে যাওয়ার নেই তো উপায়, সব ঘরে ডাক সাদর

আমারে তুমি অশেষ করেছ — আর কিছু তো জানি না

লড়াই শুধুই নিজের সাথে, কোথাও আমি হারি না।

সেই মন-খারাপের রাত

অনুবাদ : সুদীপ্ত দাস

আজ রাতে লিখতে ইচ্ছে করছে সেই মন-খারাপের কথা গুলো,
যখন দেখতে পাই রাতের আকাশের ওই নীল তারা গুলোর থর থর কম্পন,
যেন শোকাহত শূন্য হৃদয় নিষ্পেষিত ভালোবাসার ফোপানো ক্রন্দন।
জ্বলতে জ্বলতে বেড়ে উঠে আর্তনাদ, ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয় প্রাণ;
ভেসে আসে বাতাসে আর সুর, আকাশে মিলিয়ে যায় বিরহের গান।

আজ রাতে লিখতে ইচ্ছে করছে সেই মন-খারাপের কথা গুলো,
যখন ভালোবেসে ছিলেম তারে আর সেও ভালবেসেছিল,
তার সময় অনুসারে।

এই রকমই এক রাতে, যখন মনে হয় সে সত্যিই ছিল আলোকিত আমার উদ্ভাসে !
এই আকাশ সাক্ষী ! এঁকেছিলাম আমাদের রঙিন সংসারের ছবি তার মনের ক্যানভাসে।

আজ রাতে লিখতে ইচ্ছে করছে সেই মন খারাপের কথা গুলো,
যখন সে আমায় ভালোবেসেছিল আর আমিও ভেসে গেছিলাম ভালোবাসায়।
ওই গভীর শান্ত চোখ দুটি থেকে কি আর চোখ ফিরিয়ে থাকা যায় !

আজ রাতে লিখতে ইচ্ছে করছে সেই মন খারাপের কথা গুলো,
যখন মনে হচ্ছে যে আমি বোধহয় পাইনি তাকে,
হয়তো বা হারিয়ে ফেলেছি কোন এক সময়ের ফাঁকে।

যখন এই নিস্তব্ধ রাতে তার অন্তহীন প্রতীক্ষা আঘাত হানে অন্তরে,
সেই স্মৃতিগুলো তখন শিশিরের মত ঝরে পড়ে শূন্য প্রান্তরে।

কি এসে যায় যদি ভালোবাসায় ভালোবাসারে না টানে,
সে যে আমার কাছে নেই রাতের ওই তারা গুলোও জানে।

কোন দূর থেকে ভেসে আসে গান - যেন এই-ই সব আর সবেতেই সেই,
সত্যিই কি তাকে হারিয়েছি - একথাও তো ঠিক জানা নেই।

আকুল হয়ে চেয়ে আছি, কোথায় পাব তারে,

প্রতিনিয়ত খুঁজে বেড়ায় হৃদয়ান্তরে।
দাঁড়িয়ে আছে আজও সেই রাতের গহীন বন।
কিন্তু কোথায় সেই আমরা? কে জানে? বলবে কোন জন?

নাহ্। হয়তো ভালোবাসি না, কিন্তু ভালোবেসে ছিলাম কি কোন এক প্রহরে?
কণ্ঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসা এই প্রশ্ন পৌঁছবে কি তার কর্ণকুহরে?

হয়তো অন্যের কাছের জন হয়ে গেছে সে ততটাই, আমার ছিল যতটা।
বিলিয়ে দিয়েছে তার হৃদয়, বিলিয়ে দিয়েছে তার সত্তা।

নাহ্। হয়তো ভালোবাসি না কিন্তু ভালো যে বেসেছিলাম তা তো জানত !
অবশ্য, প্রেম তো ক্ষণিক; আর বিস্মৃতি যে অসীম, অনন্ত।

মনে পড়ে, প্রতিটা ক্ষন বাঁচতে চেয়েছি যাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে,
হায় ! মন যে মানতে চায় না, তাকে সত্যিই ফেলেছি হারিয়ে।

কিন্তু এই শেষ ! আর নয় কোন যন্ত্রনা; নয় কোন অপমান।
কারণ রইবোনা আমি, পড়ে রইবে শুধু আমার মন-খারাপের গান।

মূল কবিতা : পাবলো নেরুদা,
দেশ : চিলি, ভাষা : স্পেনীয়
[মূল কবিতাটি পাবলো নেরুদার Veinte poemas de amor y una canción desesperada (কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান) কাব্যগ্রন্থের বিংশতম কবিতা। মূল গ্রন্থে কবিতাটির কোন শিরোনাম নেই শুধু Poem 20 বা বিংশতম কবিতা হিসেবে চিহ্নিত। বাংলা নামকরণটি বর্তমান অনুবাদকের]

Orbiting the void

Souvik Sardar

In an ephemeral summer evening rain
Our path crossed again.
We hastily hid our faces,
Under the umbrella's black silhouette.

As we promised each other.
We pretended to be strangers.
The Strangers,
Orbiting around dark despair of black hole,
The black hole,
That is gradually swallowing us whole.

KIDERGARTEN

AFTER SCHOOL

PRIVATE TUTION

ENGLISH CONVERSATION

JAPANESE LESSON

MUSIC / DANCE/ ART

MEIWA KIDS

MeiWa Kids

INTERNATIONAL KINDERGARTEN & AFTER SCHOOL

TOKYO-TO, KOTO-KU, KAMEIDO 6-6-9, SUN HEIGHT101 〒136-0071
EMAIL: ADMIN@MEIWALC.COM PHONE: +81-70-9226-3952

YOGA

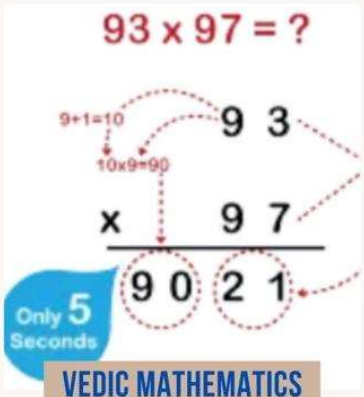

VEDIC MATHEMATICS

CHESS

ORYXPEER

ELEVATING BUSINESSES EMPOWERING PEOPLE

Oryxpeer inc
オリックスピアー株式会社

WE ARE HIRING THE FOLLOWING POSITIONS AND MORE

SAP MNP (Tokyo)
SAP MM/EWM
SAP EWM (Tokyo/Other location)
SAP SD (Tokyo)
SAP Project Manager (Tokyo)
E-commerce (Tokyo)
D365 F&O (Tokyo)
Automotive Electronics Engineer (Tokyo/Other location)
Automotive Mechanical Engineer (Tokyo/Other location)

SEND YOUR CV TO INFO@ORYXPEER.COM

VISIT US
oryxpeer.com

ADDRESS
4-1 Kioi-Cho, BC 2715 Hotel New Otani, Chiyoda-Ku, Tokyo 102-0094
102-0094 東京都千代田区紀尾井町 4-1-2715 ビズネスコートホテルニューオータニ

Interview of Kazuto Sashihara, A Tabla Practitioner and Teacher in Tokyo

Photo and Concept by: Moumita Mukherjee & Nitin Srivastava

1. **What made you sit and notice Tabla for the first time?**

I heard Tabla at first from the music I was listening to at that time, like the Beatles or Miles Davis. I knew this was the Tabla sound. I have been interested in music since I was young. Although I first fell in love with the guitar in my teens, I didn't learn it much. The music I loved was different from my friends and others my age, like very old blues and acoustic sound music.

At the age of around 20, my friend asked me to join rock band as a drummer. I had never played it before, but I tried, and thought, 'Oh, maybe I can do this.' Before, I never played music with someone, I was just playing guitar for myself and writing songs. But after I joined the band, I played drums and performed on stage. That was the first big change.

2. **How did you get introduced to Tabla in particular?**

I have to tell some more of my story to arrive at that. I was looking for myself, and I was a backpacker. I traveled to other countries like China and other Asian countries, by myself since I was a college student. After I graduated college, I wanted to get out of Japan. I went to Australia on a working holiday and got a job there. In Australia, there are many people from outside, and there is ethnic music, Latin music and all kinds of music. Every weekend, if you go to someone's house, there's a party, and someone can always play percussion. I spent 3 years there, and while being in Australia, I learned percussion instruments and played every weekend with friends. I remember seeing a sign for a Tabla class, but I have not met Tabla yet.

3. **What made you drawn towards Tabla in specific and India in general?**

I was always fascinated by the sound of Tabla and the rich musical heritage of India. The complexity and rhythm of Tabla drew me in, and I wanted to explore it more deeply.

In Melbourne I was responsible for exporting Japanese food to Australia. I came back to Japan and took a job as a cook, but quit only after a year, and was disappointed with myself, and disoriented. I did what most backpackers do, go to India at the age of 25, and with it added a purpose of buying authentic Tabla.

I found Tabla first and then started looking for a teacher, so I took a journey to Benares, but someone introduced me to a teacher in Pushkar, Rajasthan. I found it very difficult. I had a philosophy that if I try very hard, I can do anything. Tabla`s sound and the way it is played was so beautiful. I felt if I play Tabla for my life I don't need anything else.

My first Guru told me that you have talent but I couldn't believe it. At Pushkar, I stayed on and off for 4 years.

Later, on my return to Japan, I met a Japanese person in Japan who recommended me to go to Kolkata in 2008, and study tabla under masters Pt. Anindo Chatterjee and Sri Anubrata Chatterjee.

4. **How did Tabla and India change your life?**

Before Tabla, I didn't know the world as it is. In society, we value talent, but in the Tabla world, I learned it is not talent that defines you but the continuous hard work you put in. To learn Tabla, it doesn't matter who you are; it's about developing the technique. Life is like that, and we don't know what one

can achieve unless they practice. I believe in many lives - there is a connection between past lives that stays with you in this life and future lives. This way of thinking changed my life. Tabla also opened my eyes to wonderful things in Japan. India taught me that.

5. **What message do you want to give to youngsters who might want to start learning Tabla?**

There is no meaning in comparing oneself to others around. Instead, one should focus on themselves and become better every day. Tabla gives you that opportunity, to better yourself everyday with practice.

6. **In the end, do you think you have a special relationship with India?**

Yes, I do. I feel like in my past life I was there,and now when I go there every time I feel alive. India has a unique place in my heart because it introduced me to Tabla and a different way of thinking about music and life. For example, Indian classical music gives you an opportunity to innovate and create humanity. The culture and traditions of India have deeply influenced me.

One can contact Sashihara sensei at https://kazutosashihara.com/ or heatbeatmusic.mail@gmail.com

IBCAJ: Leading the Charge in Sustainable Development Goals with Joy and Innovation

Sukanya Misra

At IBCAJ, we believe that every small step counts towards a greener, more sustainable future. Our commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs) is not just a duty but a joyful journey that we embark on together as a community. Here's a glimpse into how we're making a difference, one event at a time.

Bring Your Own Cutlery: A Simple Step with a Big Impact

In a bid to reduce waste and cut down on disposable plastic, we've implemented the "Bring Your Own Cutlery" initiative at all our events. This simple yet effective step encourages everyone to bring their own utensils, significantly reducing the amount of single-use plastic waste. It's a small change that makes a big difference, and we're thrilled to see our members embrace it wholeheartedly.

Toothbrush Collection Drives: Recycling for a Cause

Our regular toothbrush collection drives are a testament to our commitment to recycling and waste reduction. We collect used toothbrushes from our events and local schools, which are then handed over to LION company for recycling. This initiative not only helps in reducing plastic waste but also educates our community about the importance of recycling everyday items.

No Plastic, No Problem: Eco-Friendly Puja Events

We've taken a firm stand against plastic at our puja events. Our strict "no plastic" and "no disposable containers" policy ensures that all food for prasad is brought in glass, steel, or porcelain containers. This not only reduces waste but also promotes the use of sustainable materials. Our members have shown incredible support for this initiative, making our events eco-friendlier and more enjoyable.

Noboborsho Event: Starting the Year with SDG Games

Our Noboborsho event was a celebration of new beginnings and sustainable living. We kicked off the new year with SDG games, where each participant was assigned an SDG goal to uphold throughout

the year. This fun and engaging activity not only raised awareness about the SDGs but also inspired our members to take personal responsibility for achieving these goals.

Saraswati Puja: Creativity Meets Sustainability

In a unique twist, our Saraswati Puja event saw us collecting 105 milk cartons to create a “recycled chala” as the backdrop for our Saraswati idol. This creative recycling project was a hit, showcasing how waste materials can be transformed into beautiful, functional decorations. It was a proud moment for us, highlighting our commitment to sustainability and innovation.

At IBCAJ, we take great pride and joy in our social responsibility. Our efforts to reduce waste and promote sustainable practices at every event are a testament to our dedication to the SDGs. Together, we’re making a positive impact on our community and the planet, one initiative at a time. Join us on this exciting journey towards a greener, more sustainable future! 🌎💚

Rejoice in the rhythm of good over evil

Antara Sen

The sky is pristinely blue and that's the cue to us that the biggest and most revered event of the year is just round the corner. Durga puja is a festival no doubt, but even bigger is the emotion. It doesn't matter where you are, you have to celebrate the homecoming of Ma Durga.

Amongst many programmes and ideas, we have organized a different kind of collaboration this year. Two cultures being so different yet finding ways to bring out the similarities. We have collaborated with a famous Japanese Shishimai dance artist, Tamiko-san. She is adept in the art form and has graciously agreed to share her concept on stage with us. The basic sentiment remains the same, victory of good over evil.

As the mythology states, Ma Durga is a symbol of power, strength and goodness. She was the only goddess who could kill the demon, Ashura, with her aid, a lion. There was a fierce battle between the goddess and Ashura but good over evil prevailed and the earth and the earthlings were saved.

It was great to see how seamlessly it fit into our concept. The two have a lot of match. First is the use of masks, then the lion and let's not forget both have a common theme which is good over evil.

Durga is portrayed as a beautiful but fierce woman, with ten arms. In each of her ten hands she carries a divine weapon, given to her by the gods themselves to help her in her battle against Mahishasur. Her steed is a lion. The worship of Durga is a celebration of the victory of good over evil, a victory which is symbolised in the story of Durga and Mahishasura.

The lion dance involves performers donning lion-shaped masks and wearing a large cloth with an arabesque lion pattern. It is believed to have originated in India. The "shishi" is inspired by the lion, and travelled to Japan from China as a symbol of sacred beasts capable of expelling evil. In the middle of the eighth century, the lion dance started being performed at shrines and temples. From the middle of the 14th century to the beginning of the 17th century, entertainment groups from Ise travelled the country, performing the lion dance and distributing talismans from the Ise Shrine. This is believed to have spread the dance to a wider audience.

A three-dimensional portrait, the *mukhosh*, as it is called in Bengali, has been closely associated with folk culture and folklore. An integral part of folk dances, masks have an important place in Bengal's culture and heritage. Based on the region and genre of folk art, masks have evolved to have distinct features.

Chhau is perhaps one of Bengal's most famous folk dance forms. The home of Chhau in Bengal is Purulia. Chhau masks are usually fashioned after characters from the Ramayana, Mahabharat and the *Puranas*.

In parts of Bishnupur, in Bankura district, the folkdance form Rabankata is performed during Durga Puja. It usually features masks of Hanuman, *Jambuban*, Ravan and Indrajit. The dancers wear fringed, almost fur-like loose costumes with various coloured masks. All the masks are made of wood and are quite heavy.

The Gomira dances are organised to appease the deity to usher in the 'good forces' and drive out the 'evil forces'. It is usually organised during mid-April to mid-July.

Gombhira, a folk song and dance form popular in Bengal's Malda district. The three-dimensional crown is a unique feature of these masks.

The theme and use of props are quite similar in both cases. Hence it was a perfect collaboration.

In a world where we still struggle with peace, that is the only way to heal, oneself and others. Peace is going to require a reframing of the way we think about and relate to others. It will require not putting our own individual needs first and looking at the needs of the collective. Peace will require a restructuring of our systems and institutions. Peace will be resisted, but we will get there.

Photography by: Kalyan Halder

r

Sri Durgar Nayan

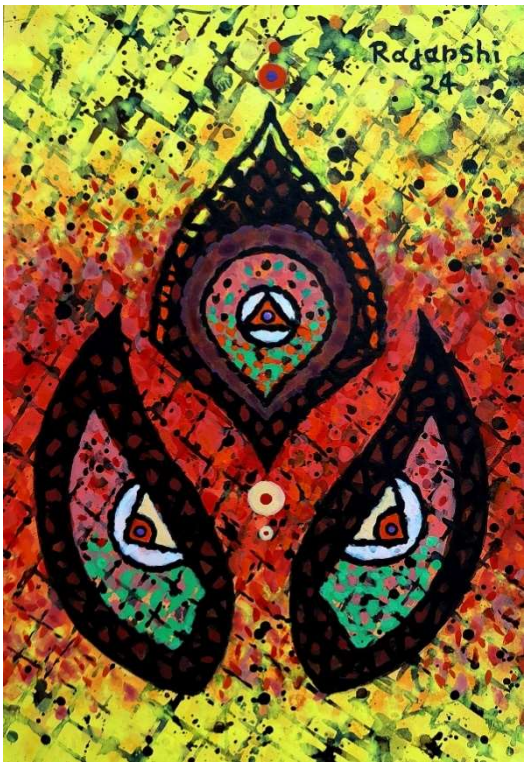

Acrylic on paper board
By Rajarshi Chattopadhyay

Tri Noyoni Sri Durga

শব্দবাজি—বাংলা শব্দের খেলা

রয় চৌধুরী

এই "শব্দবাজি"-তে শব্দ আছে, আওয়াজ নেই। কোনো দূষণ নেই, বরং এই শব্দের খেলাগুলো নিয়মিত খেললে ব্যক্তিগত ভাষা-বানানদূষণ অনেকটাই ঠিক হয়ে যায়, এটা দেখা গেছে। নিষিদ্ধ শব্দবাজির তুলনায় এই শব্দবাজি 'প্রসিদ্ধ' হবে একদিন, এটাই স্বপ্ন। বাংলা বর্ণমালা আর বিভিন্ন শব্দের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ৪০টারও বেশি খেলা এখন শব্দবাজির অংশ, যার কয়েকটা খেলা কিছু ইংরেজি শব্দের খেলার আদলে তৈরি করে, ২০১০ সালে কলকাতার একটা এফএম রেডিয়োতে আমার নিজের শো-তে এই শব্দের খেলাগুলো প্রথম খেলাতে শুরু করি। বিপুল জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন পাড়া, স্কুল, কলেজ, বইমেলা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে খেলানো শুরু করি। ফেসবুকে শব্দবাজির পেজে এখন ১ লক্ষ ৯৪ হাজারের বেশি মানুষ এই শব্দের খেলাগুলো খেলার সঙ্গে সঙ্গে, বাংলা ভাষা ও বাঙালিয়ানার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আড্ডায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। শব্দবাজির দলে এখন ২৫ জন শব্দকর্মী স্বেচ্ছায় কাজ করেন, বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে নিঃস্বার্থে কাজ করেন। আমাদের ফেসবুক পেজের ঠিকানা: www.facebook.com/shabdabaaji

প্রথম খেলা : লোপাট (খুদে বাঙালিদের জন্য)

বাংলা বর্ণমালার চোখে দেখা চিহ্নগুলো যদি বর্ণের গায়ে না থেকে লোপাট, অর্থাৎ উধাও হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের মনে মনে বসিয়ে নিয়ে মূল শব্দটা চেনার খেলার নামই "লোপাট"।

যেমন এই শব্দটা : "স ব জ"। বর্ণগুলো যেভাবে পরপর সাজানো আছে, ঠিক জায়গায় ঠিক চিহ্ন বসালে পাওয়া যাবে—সবুজ আর সবজি। যেহেতু লোপাট হয়ে যাওয়া চিহ্ন বসিয়ে খেলা, তাই একাধিক উত্তরও আসতে পারে। তাহলে ১০টা লোপাট খেলা যাক।

১) জ ন ল ২) ব ত ম ৩) ব ল ত ৪) আ গ ন ৫) প য় র
৬) আ ল ম র ৭) ম ব ই ল ৮) প য় জ ম ৯) ক ক ত য় ১০) ট ল ফ ন

দ্বিতীয় খেলা : পাল্টি (খুদে বাঙালিদের জন্য)

বাংলা শব্দের বর্ণ আর চিহ্ন একসঙ্গে রেখে, তাদের জায়গা পাল্টিয়ে একটা মজার শব্দ বা বাক্য বানিয়েছি। ঠিকভাবে সাজিয়ে আসল শব্দটা চিনতে হবে। যেমন—বানি মিস। ঠিকভাবে সাজালে পাওয়া যাবে—মিনিবাস! তাহলে ১০টা পাল্টি খেলা যাক?

১) ধর বাবু ২) নিবি রিয়া ৩) তাতা পাল ৪) মজা ডিভা ৫) রিয়া জানু
৬) পায়া টিখি ৭) নব সাধা ৮) লেজা ভাতে ৯) মালা চাই কি ১০) বুলাও কালিয়া

এবার, ধেড়ে বাঙালিদের মগজে শব্দবাজি ফাটানোর পালা! এই খেলাগুলো একটু কঠিন লাগতে পারে, একটু সময় নিয়ে খেলতে হবে। চিরাচরিত, খুব চেনা শব্দের খেলার বদলে শব্দবাজির অভিনব কিছু খেলা এখানে দিলাম।

প্রথম খেলা : মুড়োল্যাজাখাবলি

একটা বাংলা শব্দের মুড়ো আর ল্যাজা, মানে মাথা আর লেজের অক্ষর

খাবলে খেয়ে নিয়েছি, তৈরি হয়েছে শূন্যস্থান। ঠিক জায়গায় ঠিক অক্ষর বসিয়ে শব্দটা চিনতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক উত্তর হতে পারে।

যেমন: _ঠশা_ = পাঠশালা, _জনীতিবি_ = রাজনীতিবিদ

তাহলে, ১০টা মুড়োল্যাজাখাবলি খেলা যাক!

১) _বিবা_ ২) _ঝাবু_ ৩) _ণঠা_ ৪) _কাচু_ ৫) _সেমশা_
৬) _ণবিবা_ ৭) _তকাতু_ ৮) _সনুহা_ ৯) _বোজাহা_ ১০) _গামহী_

দ্বিতীয় খেলা : আটাক্ষরী

শব্দছকের পাশে দেওয়া ৮টা অক্ষরকে শব্দছকের ফাঁকা ঘরগুলোয় ঠিকভাবে বসাতে হবে। ঠিক অক্ষর ঠিক জায়গায় বসালে তবেই পুরো ছক ঠিক-ঠিক বানানে মিলে যাবে। অক্ষর বসাতে ভুল হলে, ছক মিলে গেলেও কোথাও-না-কোথাও একটা এমন 'শব্দ' তৈরি হবে, যা আসলে শব্দই নয়—যা অর্থহীন।

উদাহরণ

গ	জ		ব
	ম	দ	ন
বা	ক	ল	
ণ		মা	ন

ক	ম
ন	মা
বা	দ
ব	গ

এবার খেলা যাক!

	ক		
			ড়
		ম	
ন			

ই	ল
হা	টা
লা	ম
চা	পা

Answers and Scoring Sheet on Page 68

সিংহসদন

এনাক্ষী মিশ্র

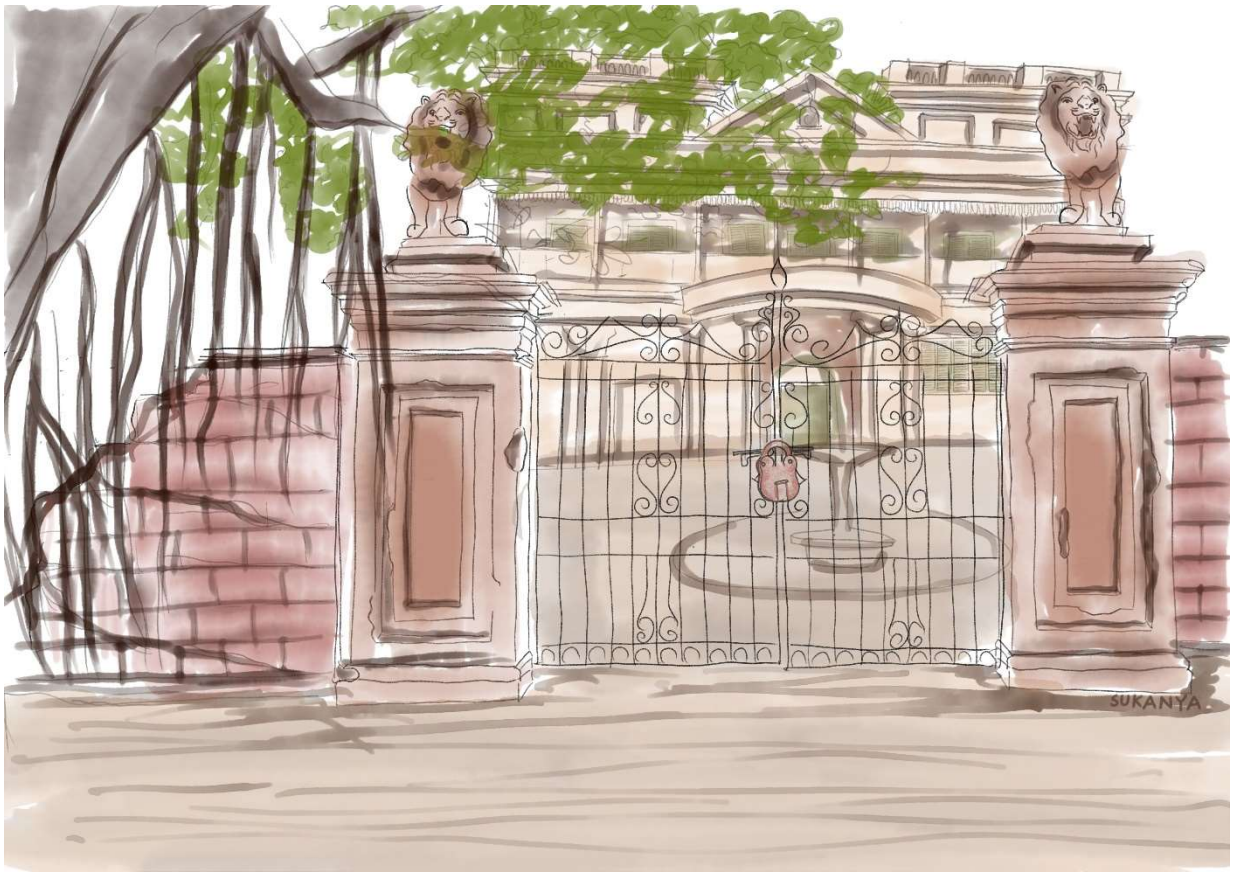

ছবি: সুকন্যা মিশ্র

গরমের ঝিম ধরা দুপুর। বাতাস বন্ধ হয়ে গুমোট হয়ে আছে। আজ নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে। আমি ডেস্কের ওপর হাতে মাথা রেখে ঘুম ঘুম ভাবটা বেশ উপভোগ করছি। টিফিন টাইমের পরের পিরিয়ডে ইতিহাস। আজ ইতিহাসের বর্ণালী ম্যাম আসেন নি। তাই খুব আয়েস করে ঘুম ঘুম কুঁড়েমিটা উপভোগ করা যাচ্ছে। টিফিন টাইমের পরের পিরিয়ডে খুব ঘুম পায়। চোখ খুলে রাখাই যায় না। তার ওপর তো আমি আবার ইতিহাসে পাতিহাঁস। আজ আমার খুব মজা। এমন সময় সুদেষ্ণা আর লোপা এসে ডাকলো "এই তৃণা, আয় না। আমরা সাপলুডো খেলছি। খেলবি আমাদের সাথে?"

"না রে, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। তোরা খেলগে যা। আজ অনেকদিন পর দারিয়াবান্দা খেললাম তো, তাই খুব টায়ার্ড লাগছে। এর পরই তো পলি ম্যাম ম্যাথস্ করাতে চলে আসবেন। আমায় একটু ঘুমোতে দে প্লিজ।"

"চল না, চল না, ঐ দ্যাখ তৃষা আর তাপ্তিও ডাকছে। আজ ভাগ্যিস সাহানা আসেনি। তা না হলে ঠিক বসে পড়ত খেলতে। তুই তো জানিস, ও এলেই আমাদের আসর আর জমে না। কেমন যেন অদ্ভুত মেয়ে। এমনিতে কারও সাথে মেশে না, কিন্তু সাপলুডো দেখলে ঠিক চলে আসে। আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার, সাপলুডোতে ওকে কেউ কখনও হারাতে পারে না। যখন যে দানের দরকার, ঠিক সেটাই পড়ে ওর।" আমি ডেস্কে মাথা রেখে শুয়ে রইলাম। ওরা মুখ কালো করে চলে গেল।

আমি সাহানার কথা ভাবলাম। অদ্ভুত মেয়ে। কারও সাথে কথা বলে না, মেশেও না। চুপচাপ পেছনের বেঞ্চে বসে থাকে। পেছনের

বেঞ্চে বসলে কি হবে, ও কিন্তু পড়াশোনাতে বেশ ভালো। দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে থাকে সব সময়। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আমাদের ক্লাস সেভেনের জানালা দিয়ে দেখা যায় পাশেই একটা জলা জমি, আগাছাতে ভর্তি। তারপর 'সিংহসদন' নামে প্রাচীন বিশাল বাড়িটা। আমাদের শহরের একমাত্র চকমেলানো বাড়ি। সবাই এই বাড়িটাকে 'সিঙ্গীবাড়ি' বলে। ১৯১৬ সালে তৈরি হয়েছিল এই বাড়ি। ভারত তখন পরাধীন। ব্রিটিশদের খুব দাপট। এই ব্রিটিশদের সাথেই ওদের ওঠাবসা ছিল ব্যবসার সূত্রে। সাহেবরা প্রায়ই সান্ধ্য আসরে মদের ফোয়ারা ছোটাত এই বাড়িতে। সাহানা এই সিঙ্গীবাড়িরই মেয়ে। স্কুলে যাওয়া আসার পথে রোজই এই বাড়ি পেরোতে হয় আমাদের। বাড়িটা দেখলেই কেমন যেন গা ছমছম করে।

ওয়াইন, সার্জিক্যাল ইকুইপম্যান্টস্, এবং পারফিউমের ব্যবসা ওদের পারিবারিক ব্যবসা। তবে এখন ওদের ব্যবসার অবস্থা পড়তির দিকে। শুনেছি সাহানার ঠাকুরদার আমল পর্যন্ত ওদের ব্যবসার খুব রমরমা ছিল। বিরাট বাড়িটা লোকজন, দাসদাসিতে গমগম করত। সাহানার যমজ দুই পিসি ছিল- রাগিনী ও কামিনী। ছোটবেলাতেই বাড়ির বাগানে সর্পাঘাতে কামিনীর মৃত্যু হয়। পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। দুঃখে মানুষগুলো সব পাল্টে যেতে থাকে। সাহানার কাকা প্রভাস রঞ্জন সিংহ মানসিক ভারসাম্য হারান। সাহানার দাদু প্রত্যুষ রঞ্জন সিংহ নিজেকে সবকিছু থেকে একেবারে সরিয়ে নেন। কয়েক বছরের মধ্যেই হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হয়। সাহানার বাবা বিভাস রঞ্জন সিংহ বুকে দুঃখ চেপে ব্যবসার হাল ধরেন। কিন্তু সেই অবস্থা আর ফেরে না। পরিবারের ওপর যেন অভিশাপ নেমে আসে। সাহানা ছোট থেকেই কারও সাথে মিশতে চায় না। খুব প্রয়োজন না হলে কথাই বলে না। ব্যবসার অবনতির সাথে সাথে ওদের বাড়িরও চাকচিক্য কমে আসে। সংস্কারের অভাবে এখন বাড়িটার ভগ্নদশা।

সিংহসদনের সিংহদরজার একপাশের সিংহ এখন ভাঙা। পিলারে শ্যাওলা ধরেছে। অযত্নের ছাপ সর্বত্র। দোতলার সার সার তালাবন্ধ ঘরগুলো শুনেছি পুরনো ভাঙা দামি দামি কাঠের আসবাবে ভর্তি। দোতলার অনেক জানালারই কবাট ভেঙে ঝুলছে। ভাঙা জানালা দিয়ে পায়রা ঢুকে সারাদিন বক্ বকম্ বক্ বকম্ করছে। ধূলো, ইঁদুর, পাখির বাসা ইত্যাদিতে রুমগুলো অগম্য। এ সবের অনেক কিছুই আমাদের ক্লাসরুমের জানালা দিয়ে দেখা যায়।

তিনতলায় তিনটি ধাপের ছাদ। মাঝের ধাপে সিংহাসনের আদলে সিমেন্টর একটি আরাম কেদারা আছে। সেটাতে বসে সাহানার কাকা প্রভাস রঞ্জন সিংহ কখনও বিড় বিড় করে আপন মনে কথা বলেন, কখনও বা অদৃশ্য কাউকে গালিগালাজ করেন আবার কখনও বা হা হা করে অট্টহাসি হাসেন। রবীন্দ্রনাথের মত চুল দাড়ি এই দীর্ঘদেহী মানুষটির চরিত্রকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। স্কুলে যেতে আসতে অনেকবার তাঁকে দেখেছি ছাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে দু হাত প্রসারিত করে কবিতা আবৃত্তি করতে। ভয়ে দৌড়ে জায়গাটা পেরিয়ে যাই আমরা।

বাড়িতে দুটো জার্মান শেপার্ড কুকুর আছে। তাদের গুরুগম্ভীর গমগমে ডাক আমাদের স্কুল থেকেও শোনা যায়। কুকুর দুটো প্রায়ই ছাদের রেলিঙে সামনের দুটো পা তুলে গর্বিত রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় যেন লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়বে।

সিংহসদনের দোতলার দেয়াল বেয়ে শেকড় ছড়িয়ে একটি বটগাছ ছাদে উঠে আকাশে ডালপালা ছড়িয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে বিরাজ করছে। তার শেকড় গোটা বাড়িটাকে শেকলের মত জড়িয়ে ধরেছে। তা দেখলে ধ্বংসের অশনি সংকেত শোনা যায়।

অনেকে বলে এ বাড়িতে অশরীরি অবস্থান করে। এই বাড়ি অভিশপ্ত, এই পরিবার অভিশপ্ত। মাঝে মাঝে গভীর রাতে দোতলার ঘরগুলোতে আলো জ্বলে ওঠে। অনেক রকম শব্দ শোনা যায়। কোন কোন জানালায় মানুষের অবয়ব দেখা যায়, আবার সেটা ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যায়। অবশ্য সবই শোনা কথা।

ডেস্কে মাথা রেখে এ সব কথাই ভাবছিলাম। এমন সময় দমকা হাওয়া উঠলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। ও মা! দেখতে দেখতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলো। সিংহসদনের দোতলার জানালাগুলো প্রবল হাওয়াতে একবার খুলে যাচ্ছে, একবার বন্ধ হচ্ছে। ঝন ঝন করে জানালার কাঁচ ভেঙে পড়ছে। পাখিরা সব শোরগোল করে উড়ে উড়ে ভাঙা জানালা দিয়ে ঢুকছে, বেরোচ্ছে। মনে হচ্ছে গোটা বাড়িটাই ভেঙে পড়ে যাবে। অদ্ভুত গা শিরশির করা অনুভূতি হল।

এমন সময় ঢং করে ঘন্টা বাজলো। পলিম্যাম এলেন ম্যাথস্ করাতে। আমি ভাবছি বাড়ি ফিরব কি করে। আজ ছাতা নিয়ে আসিনি। ইশ, কেন যে ভুলে গেলাম। আজকাল তো প্রায়ই এমন বৃষ্টি হচ্ছে গুমোট গরমের পর। আজ ঠিক ভিজে ভিজেই বাড়ি ফিরতে হবে। আমার আর লোপার বাড়ি স্কুল থেকে সবচাইতে দূরে। লোপা অবশ্য ছাতা এনেছে, কিন্তু একটা ছাতাতে তো দুজন এতদূর বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে ভিজে সপসপে হয়ে যাব। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে ম্যাম

যে কি পড়াচ্ছেন, তা শুনতেই পাইনি। আমাকে যে ম্যাম কিছু একটা জিজ্ঞেস করছেন, তাও বুঝতে পারিনি। পাশে বসা প্রীতির কলমের খোঁচা খেয়ে বর্তমানে ফিরে এলাম। অমনযোগী হওয়ার জন্য খুব বকুনি খেলাম ম্যামের কাছে। ভাবলাম, যাক গে, যা হয় হবে।ছুটির পর দেখা যাবে। তারপর মন দিয়েই সব অঙ্ক করলাম ।

অবশেষে ছুটির ঘন্টা বাজলো। আমি আর লোপা দুজনে এক ছাতার নিচে গুটিগুটি পায়ে রওয়ানা হলাম। সিংহসদনের সামনে পৌঁছুতেই দেখি সাহানা গেটের ভেতর দাঁড়িয়ে। ও আমাদের ডেকে বললো "এভাবে তো দুজনেই ভিজে যাবি। তারপর জ্বর হবে, স্কুল কামাই হবে।তার চাইতে আমাদের বাড়িতে আয়। বৃষ্টি একটু কমলে চলে যাবি।" আমরা তো অবাক! সাহানা এত কথা বলছে! তাও এত মিষ্টি করে! বেশ ভালো লাগলো। তা ছাড়া এই বাড়ি সম্পর্কে কৌতুহলও ছিল। তাই আমরা ওর পেছন পেছন সিংহসদনে ঢুকে পড়লাম। গেটের ভেতর হাতের বাঁ দিকে ওদের বিরাট দোকান। কিন্তু কোন কারণে আজ দোকান বন্ধ। তারপর এগিয়ে গিয়ে বিরাট বারান্দা। এই চওড়া বারান্দার পর বিশাল হলঘর। হলঘরের বাঁ দিকের দেয়াল জুড়ে বেলজিয়ান গ্লাসের প্রকান্ড আয়না। অন্যদিকে একটা বিশাল সোফাসেট, সাথে শ্বেতপাথরের টেবিল। অবাক কান্ড! শ্বেত পাথরের টেবিলে একটা সাপলুডোর ছক খোলা। বোর্ড এবং গুটি সবই কাঠের। সাহানা আমাদেরকে এই রুম পেরিয়ে অন্য একটা রুমে নিয়ে গেল। সেখানে অনেকগুলো সূক্ষ্ম কারুকার্য করা কাঠের চেয়ার ও টেবিল। এই রুমে একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লকও আছে। সব কিছুই খুব দামি কিন্তু যত্নের অভাবে রঙ্ চটা, বার্নিশ উধাও।

সাহানা একটা টাওয়েল এনে দিয়ে বললো "নে, হাত মাথা মুছে নে।"

আমরা এসেছি শুনে ওর মা, ঠাকুমা আর পিসি এসে আমাদের সাথে আলাপ করলেন। কি সুন্দর ওদের কথাবার্তা। আর কি স্নেহ মাখানো। আমাদের যে কি ভালো লাগলো বলে বোঝাবার নয়। এতদিন মিছিমিছি কত ভয় পেয়েছি এই বাড়িকে। কত ভিত্তিহীন গল্পে বিশ্বাস করেছি। সাহানাও তো কত স্বাভাবিক বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করছে। নিশ্চয়ই ও বাড়ির বাইরে স্বাভাবিক হতে পারে না।কাল থেকে ঠিক ওকে আমাদের দলে রাখবো। মন খুলে কথা বলতে সাহায্য করব। শুধু সাহানার পিসিকে দেখে একটু খারাপ লাগলো। ইনিই তবে রাগিনী পিসি। ওঁরই যমজ বোন কামিনীর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। খুবই দুঃখজনক। সাহানার, মা বললেন "তোমরা বসে বসে গল্প কর ।আমি জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলে ওরা চলে গেলেন।

"এই তুই আজ স্কুলে আসিসনি কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম সাহানাকে।

সে বললো, "আজ আমাদের মামার বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। তাই স্কুলে যাইনি। কিন্তু তোদের সাপলুডো খেলা তো বেশ জমেছিল। তাই না?"

আমরা অবাক হলাম। ও তো স্কুলেই যায়নি। কি করে জানলো? এ কথা জিজ্ঞেস করতে ও শুধু রহস্যময় হাসি হাসলো। এমন সময় লুচি, তরকারি, মিষ্টি এলো। আমরাও খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

জলখাবার খেয়ে বসে আছি। বৃষ্টি কমার কোন লক্ষণই নেই। এদিকে সন্ধ্যেও হয়ে আসছে। মা নিশ্চয়ই প্রচন্ড দুশ্চিন্তা করছেন । আমি লোপাকে বললাম "চল, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই বাড়ি চলে যাই। আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।"

সাহানা বললো,"আমার কাছে খুব ভালো আইডিয়া আছে। আজ এখানেই থেকে যা। তোরা বাড়িতে ফোন করে দে। কাল একসাথে সবাই স্কুলে যাওয়া যাবে।" সাহানা আমাদেরকে পাশের একটা রুমে নিয়ে গেল। এটা ওদের লাইব্রেরী। রুমের কোনায় একটা সুন্দর কাঠের টেবিলে ফোনটা রাখা। টেবিলটা সাদা লেসের ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। ফোনটাও অদ্ভুত। খুব পুরনো ডিজাইনের আর খুব সুন্দর। সাহানা বললো ওর দাদুকে একজন ইংরেজ সাহেব এটা লন্ডন থেকে এনে উপহার দিয়েছিলেন। আমরা আমাদের বাড়িতে ফোন করে বলে দিলাম যে আজ সাহানাদের বাড়িতে থাকবো। কাল স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরব। চিন্তার কোন কারণ নেই।

সাহানা ওর দুটো নাইট গাউন এনে দিল। আমরা ওগুলো পরে আরাম করে বসলাম। কাল এখান থেকেই স্কুলে যাব। তাই হোমটাস্ক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

হঠাৎই কুকুরের ডাক শোনা গেল। আমি ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। সাহানা বললো "ভয় পাস না। ওরা দোতলার বারান্দা আর তিনতলার ছাদেই থাকে। কখনও নিচে নামে না। দোতলা থেকে একতলা আসার গ্রিলগেট সবসময় বন্ধ থাকে।"

আরও জানলাম, রতন নামে একজন লোক কুকুর দুটোর দেখাশোনা করে। সে ও ঐ দোতলাতেই থাকে। রাতে দোতলার ঢাকা বারান্দাতে শোয়। সাহানার কাকাও দোতলাতেই থাকেন। তাঁর খাবার দাবার, রতনের নিজের খাবার দাবার, এমনকি কুকুরের খাবারও

রতন নিয়ে যায় ওপরে। কলিদি রান্না করে হাঁক দিলেই রতন নেমে এসে খাবার নিয়ে যায়।

সাহানা আমাদেরকে একটা রুমে নিয়ে এলো। এখানেই আমরা রাতে থাকব। একটা ডাবল্ বেড আছে এই রুমে। ওটা এত উঁচু যে, ওতে চড়বার জন্য তিনটে স্টেপের একটা ছোট সিঁড়ি মত আছে। এ ছাড়া এই রুমে দেরাজ, আলমারি,আলনা ইত্যাদিও আছে। সবই কাঠের এবং কারুকার্য করা। দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো হাতে তৈরি ফুলের একটা হস্তশিল্প দেখলাম। কিন্ত কি দিয়ে ফুলটা তৈরি হয়েছে বুঝতে পারলাম না। সাহানার কাছে জানলাম, খুব বড় মাছের আঁশ ঘষে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে তারপর আঠা দিয়ে কাপড়ের ওপর সেঁটে এই হাজার পাঁপড়ির ফুল তৈরি হয়েছে। একেবারে সাদা ধবধবে ফুলটা। এদিক ওদিক থেকে দেখলে ঝিনুকের ভেতরের মত রামধনুর রঙ দেখতে পাওয়া যায়। অপূর্ব সুন্দর। এত উঁচু পালঙ্কও আমরা আগে কখনও দেখিনি। মশারির স্ট্যান্ডও বিনুনির মত ডিজাইন করা। পালঙ্কের মাথার এবং পায়ের দিকে রেলিং ফিট করা। তাতে আবার আয়না বসানো।

গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে রাত ন'টা বাজতেই রাতের খাবারের ডাক পড়লো। দেখলাম, তখনও আঙ্কল, মানে সাহানার বাবা কাজ সেরে ফেরেন নি। জিজ্ঞেস করে জানলাম আঙ্কল ব্যবসার কাজে কোচবিহার গেছেন। ক'দিন পর ফিরবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে একজন ম্যানেজার আছেন, যাকে সাহানা তরফদার কাকু বলে ডাকে, তিনিই ব্যবসা সামলান। খুবই বিশ্বস্ত।

আমরা ভাত, ডাল, বেগুনভাজা, মুরগির ঝোল আর শেষ পাতে পায়েস খেলাম। খাওয়া দাওয়া মিটলে পর সাহানা ওর রুমে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল রাতে যেন কিছুতেই দরজা না খুলি। একটা ব্যাপার খুব অদ্ভুত লাগলো, আমরা খাবার ঘর থেকে বের হতেই ঝপ করে ঐ রুমের আলো নিভে গেল। আন্টি, পিসি, ঠাম্মা ওরা কি কেউ খাবেন না? সাহানাও আমাদের সাথে খেতে বসেছিল ঠিকই, কিন্ত কিছুই খেল না। প্রথমবার মা বাবার শাসন ছাড়া বন্ধুর সাথে বাড়ির বাইরে রাত কাটাচ্ছি, এই মুক্তির আনন্দে ঐ সব ঘটনাকে পাত্তা দিলাম না।

এই রুমে কোন ঘড়ি নেই দেখে সাহানাকে বলেছিলাম সকালে সময়মত ডেকে দিতে। তা না হলে স্কুলের দেরি হয়ে যাবে। সাহানা একটা অদ্ভুত হাসি হেসে বললো "ডাকতে হবে না। এ বাড়িতে নিজে নিজেই ঘুম ভাঙে। তোদেরও ঘুম ভেঙে যাবে।"

এই অদ্ভুত কথা নিয়ে আমরা কিছু সময় আলোচনা করলাম। তারপর ভাবলাম যাক গে, যা হবার হবে। সাহানাও তো স্কুলে যাবে। লোকজনের চলাফেরার আওয়াজে নিশ্চয়ই ঘুম ভেঙে যাবে। এখন কেন জানি না মনে হচ্ছে আমরা ঠিক করিনি। এখানে না থাকলেই ভালো হত।

আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত তখন কত জানি না, হঠাৎই বিছানাটা নড়ে ওঠায় ঘুম ভেঙে গেল। এ কি রে বাবা! ভূমিকম্প নাকি? আরও দু বার বিছানা নড়লো। তারপর সব চুপচাপ। বাড়ির কারও কিন্ত ঘুম ভাঙেনি। কুকুরও ডাকলো না। সাধারণতঃ পশু পাখিরা ভূমিকম্পের আগেই টের পেয়ে যায়। জানিনা কি হচ্ছে। ছোট ভূমিকম্প হয়েছে, তাই রক্ষা। সকালে সাহানাকে কুম্ভকর্ণ বলে খ্যাপাবো,ঠিক করলাম।

একবার ঘুম ভেঙে গেলে আর সহজে ঘুম আসতে চায় না। আর এ তো রীতিমত ভূমিকম্পে ঘুম ভাঙা। দুজনে টুকটাক কথা বলছি, এমন সময় শুনতে পেলাম জার্মান শেপার্ড দুটো বারান্দা দিয়ে দৌড়োচ্ছে আর ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। বাপরে! কি গম্ভীর আর রক্ত জল করা সেই আওয়াজ। রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে সেই ডাক দেয়ালে দেয়ালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। আমরা শিউরে উঠলাম। কিন্ত সাহানা তো বলেছিল ওরা দোতলা থেকে নিচে নামে না। গ্রিল গেট বন্ধ থাকে। তাহলে? তাহলে কি ওরা কুকুরকে রাতে ছেড়ে দেয়? এ জন্যই কি সাহানা আমাদেরকে রাতে দরজা খুলতে নিষেধ করেছিল? কুকুর দুটো এসে আমাদের দরজার বাইরে থামলো। নিশ্চয়ই নতুন মানুষের গন্ধ পেয়েছে। দরজার নিচে নাক লাগিয়ে ওরা শুঁকছে। তার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। তারপর শুরু হল দরজাতে আঁচড়ানো, কামড়ানো আর তার সাথে ক্রুদ্ধ গর্জন। বিছানাতে বসে আমরা ঠক ঠক করে কাঁপছি। কিন্ত সাহানা ওরা কেউ উঠে আসছে না কেন? এত আওয়াজ কি কারও কানে যাচ্ছে না? রতনই বা কি করছে? ওকে তো কুকুরের দেখাশোনা করার জন্যই রাখা হয়েছে। হঠাৎই সাহানার কাকুর অট্টহাসি শুনতে পেলাম। আমরা জড়াজড়ি করে বিছানায় বসে রইলাম। ভয়ে আমাদের হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

একটু পরে কুকুরের ডাকও কমে গেল, অট্টহাসিও থেমে গেল। যাক বাবা শান্তি। আমরা আবার শুয়ে পড়লাম। এমন সময় হঠাৎই শিল নোড়াতে মশলা বাটার আওয়াজ পেলাম। এত রাতে কে

রান্না করছে? তা ছাড়া রান্নাঘরও তো এই ঘর থেকে অনেকটা দূরে। এখানে তো আওয়াজ আসার কথা নয়! আমরা আবার উঠে বসলাম।

তারপর তার সাথে শুরু হল কলঘর থেকে ঝরঝর করে অবিরাম জল পড়ার আওয়াজ। কিন্তু এ বাড়িতে তো কলঘর বেডরুম লাগোয়া নয়! তবে কি করে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি? এবার দোতলার জানালা দরজা দুমদাম করে খোলা বন্ধ হতে লাগলো। হাওয়াতে আমাদের রুমের জানালা দরজাও খটখট মচমচ করতে লাগলো।

এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারলাম আমরা কিসের পাল্লায় পড়েছি। খুব ভুল করেছি, খুব ভুল করেছি। বাড়ি চলে যাওয়াই উচিত ছিল। এখান থেকে আর বেঁচে বেরোনো সম্ভব নয়। কেন যে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই বাড়ি চলে গেলাম না। আমরা দুজনে দুজনকে ধরে কাঁদতে থাকলাম। যদি বেঁচেও থাকি, সকাল না হওয়া অব্দি তো পালাতেও পারব না। এই রুম থেকে বাইরে বের হলে আরও কত বড় বিপদের সম্মুখীন হব কে জানে!

ভেতরের বারান্দার দিকে যে জানালা আছে, তার কাঁচ দিয়ে দেখলাম কেউ ল্যাম্প নিয়ে হাঁটছে। বাইরে হাওয়ার গতি তীব্রতর হল। হাওয়ার সোঁ সোঁ আওয়াজের সাথে সাথে আমাদের রুমের দরজাও খটখট করে নড়তে লাগলো। এবার মনে হয় দরজাটা ভেঙেই যাবে। এই কথা ভাবতে না ভাবতেই প্রচন্ড শব্দে আমাদের দরজা খুলে গেল। রুমের মধ্যে যেন প্রলয় শুরু হল। হাওয়ার তান্ডবে মশারি উড়ে যেতে লাগলো। এবার একসাথে সাহানার কাকুর অট্টহাসি এবং কুকুরের ডাকও ভেসে এল। সব কিছুর আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়। আমাদের খাট প্রবল ভাবে দুলতে আরম্ভ করলো। আর সহ্য করতে পারলাম না। আমরা জ্ঞান হারালাম। আর কিছু জানি না।

চোখে মুখে জল পড়ায় আমাদের জ্ঞান ফিরলো। দেখি সকাল হয়ে গেছে। আমাদের স্কুলের দুজন টিচার স্কুলে যাবার পথে আমাদের দেখতে পান। ইতিমধ্যে ভিড় জমে গেছে। আমরা সিংহসদনের গেটের বাইরে যে বসবার লম্বা বেঞ্চ আছে সেখানে পড়ে আছি। পাশে আমাদের স্কুল ব্যাগ এবং ইউনিফর্ম রাখা। সবাই আমাদের প্রশ্ন করতে লাগলো কিন্তু আমরা ভয়ে থরথর করে কাঁপছি। কোন কথা বলতে পারছি না। একজন ম্যাম দৌড়ে গিয়ে স্কুলের ফোন থেকে ফোন করে আমাদের মা বাবাকে খবর দিলেন।

মা বাবা এলে ওদের জড়িয়ে ধরে আমরা কাঁদতে লাগলাম। একটু স্থির হয়ে তারপর ধীরে ধীরে সব খুলে বললাম। আমাদের কথা শুনে সবাই সিংহসদনের বাসিন্দাদের ডাকাডাকি শুরু করলো। গেটে সবাই ধাক্কা দিতে লাগলো। তখন সবার চোখ পড়লো গেটের দিকে। গেটের বাইরে তো মস্ত তালা ঝুলছে। বাড়ির সব দরজা জানালা বন্ধ। মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ নেই। আমরা গেটের বাইরে এলাম কি করে? সাহানাই বা কোথায়? এত চ্যাঁচামেচিতেও কেন বেরিয়ে আসছে না? ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন আঙ্কল স্কুলের ফোন থেকে ফোন করে ম্যানেজার বাবুকে আসতে বললেন। খুব তাড়াতাড়িই স্কুটারে চেপে তরফদারবাবু এসে পড়লেন। সব শুনে প্রথমে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না। তিনি বললেন "তোমরা কাল এ বাড়িতে ঢুকলে কি করে? ওরা তো কেউ নেই বাড়িতে। গতকালই সবাই দশ দিনের জন্য কোচবিহার চলে গেছে। ওরা যখনই কোথাও যায়, প্রভাসবাবুকে মানসিক হাসপাতালে রেখে যায়। কুকুর দুটোকেও কেয়ার হোমে রাখা হয়। আমি গতকালই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করে ওদেরকেও কোচবিহারের ট্রেনে রওয়ানা করে দিয়েছি।"

আমাদের নাইট গাউন দুটো প্রমাণ করছে যে আমরা সত্যি কথা বলছি। আমরা যে বেঁচে বেরিয়েছি তা যেন অবিশ্বাস্য লাগছে। অপেক্ষায় থাকলাম সাহানার কোচবিহার থেকে ফেরার। নাইট গাউন দুটো তো দেখাতে হবে।

日本インド文化経済センター
NIPPON-INDO CULTURAL AND ECONOMIC CENTER

開所式・記者発表会

Kick off Ceremony
Press Conference

日本インド文化経済センター
NIPPON-INDO CULTURAL AND ECONOMIC CENTER

オープニング式典

Grand Ceremony

日本インド文化経済センター

NIPPON-INDO CULTURAL AND ECONOMIC CENTER

SARTAJ

Taste The Real Origin

since 2006

Importer & Distributor of Indian Spices and Grocery

Bringing best of Indian Brands to Japan

Shop Online in Categories of:

• Spices • Beans • Pulp & Juices • Herbs • Dry Leaves • Non-Food
• Oil & Ghee • Atta • Rice • Dry Fruits • Chutneys • Alcohol
• Ready-to-Eat • Snacks & Biscuits • Pickles • RTC • Frozen
• Cosmetics • Healthcare • Superfood • General

Easy-to-shop Online | **Nation-wide Delivery** | **Great Weekly Deals**

HI-QUALITY ASSURED

- All our products are 100% Veg and suitable for vegetarians.
- Vegan products are also available online at Sartaj Foods.
- Also shop variety of cosmetics, beauty, & health products.
- We offer fast and secure delivery to all the regions of Japan.

〒563-0043 Osaka-fu, Ikeda-shi, Kouda 2-10-23 • Tel: 072-751-1975 • Fax: 072-751-1976

www.sartajfoods.jp • email: info@sartajfoods.jp

Sons of Nature

Shashank Saha

Class IX, DPS-Varanasi, India

Since the beginning of the Homo sapiens race, there were two forces at play. Both, opposed to each other were the sons of nature and the warriors of the dark and light. One of them was Tenebris, a force established at the ancient place of the lake of death by demons who could not fulfil their mission due to the curse of the Eternals, a clan of warriors who were on the land between life and death, a force of Mistress Death and the slaves under the command of the Jade Sword. But for every Yin, there is a Yang. The Lux Militbuns were the warriors of the light, an elite group of warriors formed to fight against the perils of the Tenebris, a force of the Eternals and the servants of the Spear of Crystal. Since the beginning of these forces, the race for supremacy challenged both of them and also the fate of the children of these forces us.

987 BC, The land of the golden sky

The hilltop offered a mystical view of the city of the Aztecs. The cold wind failed to make an effort to jostle the mind of Savard, a servant of Qyagr.

Leaping onto his horse, he rode away to the gates of the city which would later be seen as a land of blood and ash. On entering the city gates, his mind was unravelled to the beauty of the Aztec civilization. The worshippers of the God of sun and the owners of the Jaguar Throne, their city was a product of the endless conquest of supremacy. He rode on observing the sights, the precision of design of the monuments. The Aztecs were skilled in the art of war and construction and also masters of the souls. He saw sights which were unknown to the rest of the planet. But his desire to wander around the city was broken by his mission as a spy. Apparently, two months before, Qyagr saw in his vision that the Aztecs were developing a weapon would spit liquid fire. Mistaking it for a nightmare, he brushed aside those thoughts, but the burnt skeletons of two of his commanders who had gone to conquer the Aztecs reconfirmed his vision. All parts of the skeleton except for the skull wee molten. He rode on through a series of lanes until he saw a pattern of the sun and people around it, examining the pattern, he saw that one ray of the sun was spoked out and as he pushed it, he found himself falling down and riding on a tunnel of sand. He landed on his feet, and all he could see was a spark of light in an endless cave of darkness, but as a warrior, he forgot the Rules of survival: 1. Trust your instincts more than anyone. This alone was enough for a dart of anaesthesia to hit him in his chest and be imprisoned in the cellar of the gladiators. The cell was a dark, blood strewn and skeletal chamber made up of the bones of the sacrificed. The bones were held together by the magic of the souls, and whosoever was imprisoned in it had to fight in a series of events for his freedom and as a result if he won, he would also have the supremacy and power of the Jaguar Throne. He was subjected to treatments of torture, and at the day of the event,

he found himself bathed with blood, a tattoo of a jaguar on his right wrist and a 3-foot sword and a club made of the bones of a bison.

Pushed through a tunnel, he entered a big arena, and the bright sunlight sparkled his eyes. He was a subject of the Death games, a program made for entertaining the subjects and pleasing the Sun God. But unlike the Romans, here, the contestants would have to fight magic and beasts. Then, the ruler of the kingdom arrived, and everyone bowed in his honour. He was Zaxzer III, son of the mighty Zaxzer and the slayer of Naraka, the commander of the East. The first contestant was pushed in the arena and found himself in front of 4 wolves. They were probably starved and were intoxicated. Donning his helmet, picking his club and with a blaze of fury in his eyes, the sword of the servant of Qyagr found its mark in the skull of one of the wolves, tearing through it. His club smashed the bones of one of the wolves, and the last one found its jaw torn by bare hands. For the first time, a captive would pass on to the next stage of magic. He was led into a series of tunnels, and the first thing he saw was enough to ignite his soul on the fire.

13 Years Ago

"RUN SAFARD, RUN", the shrill cry of his mother was cut off by the sound of the slashing of heads. The Aztec Empire was also called the "Kingdom On Graveyards". Through their conquest of expansion, they had built their rule on the graves of millions of people and Safard's family was one of them. The execution for the Sun God was about to take place, and Safard's heart stopped for a moment when his parents head lay on the ground. That day, in the ocean 0f sadness, a flame of revenge was lit. The boy swore to destroy the Aztec Empire, and that was the day when Evil found its weapon of destruction. Travelling through various places in the world, Safard finally reached Kerala, the birthplace of Kalaripayattu (Mother of Martial Arts). The land of the coconut tree provided refuge for the boy, and the boy's Kalari teacher understood his pain and agreed to help him on the condition that he would have to stay here the next 17 years. Thus, his training began. Subjected to extreme training and unconditional bursts of fights, the boy reached a point where his strength would overcome his consciousness. Once, when he was about to break the spine of his opponent, the master's nerve attack calmed him down. The master realised that the boy had more strength than he knew, in right hands, this power could protect the human races, but in reverse, it could unleash terror. The boy spent the next few days in a room filled with the smoke of incense sticks, in front of the wall of silence and was meditating for the next few days. After some time, the master decided to test him. He abused him, ambushed him in an attack and even disrobed the boy's self-respect. But yoga got the better of him, and for every act of anger his reply would be calm and the same, - Karma is harsh.

After 17 years he was fully trained in Kalaripayattu and was entrusted with his special skill given to every martial artist, he was entrusted with the canine of the tiger. His training was complete and set out to destroy the Aztecs and working under Qyagr was the best option.

Present Age (Fight Of Magic)

In the ring of magic, he saw the murderer of his parents and became mad with the rage and fury was unleashed in the form of the swing of his club on the murderer's head only to find that he had hit a stone wall. Next, all weapons, magic and the thoughts of fear were unleashed on him. Losing control over himself, he was over the brink of suicide when he remembered his master's teachings, "Learn to control your anger because if you don't, your enemies will use it against you". Remembering this, he channelled his energy into his mind and using his Kalari training, sensed the closest heat source. Right then he made a colossal jump and smashed his club into the chest of his enemy. After the minute of silence from the audience, a loud hooting broke out, and half of the audience were blown out of their minds by the amazing fight between the sorcerer who was the slayer of the army of the eternal rhinos, destructor of civilizations and master of magic and the mortal. The last stage was the fight between the Bison of Blood and the servant of Qyagr. This bison was sculpted by the ironsmith of Naraka and was energized by the power of the ten thousand commanders of the Tenebris army who had fought wars with the Eternals. Long asleep in its slumber, waiting for its worthy opponent, the beast would now open its eyes, its horns ready to impale someone.

The atmosphere around the stadium was a mix of excitement, suspense and fear. From the last 70 years, no contestant has ever faced the Bison of blood. The day of the fight was recognised as the day of the storm god, and the streets were empty, and hordes of people rampaged in the stadium, eager to watch a battle of forces. Safard choose different weapons this time, a spear of Jade and a trident of steel. On entering the arena, he was welcomed with a loud round of applause and hooting. Keeping his mind away from the cheering, he focused on the vibration of the ground produced by his opponent. Held in one place by 400 chains of bronze, the nod of the Aztec emperor freed those chains and out stormed the magnificent and scary weapon of war and a bewildered silence brook out. As the horns of the bison approached Safard, the Jade spear started to glow, and a grin spread on his face, knowing that now he was a part of Tenebris and as for the bison, the devil knew what would happen next….

হেমন্তের শতরঞ্জ

অর্চিস্মিতা মিশ্রা

প্রগলভ মনকে চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য ঝরাপাতাদের পেরিয়ে এলোমেলো ছন্দে হৈমন্তী হেঁটে যাওয়াটুকুই যথেষ্ট। তারপরে যে নৈঃশব্দ্যটুকু পেয়েছ, ভার্জিনিয়া উল্ফের কথায় 'deep, resonant silence', তা একান্তই তোমার, স্বোপার্জিত অগ্রহায়ণ। ধানজন্মের মধুমাস। এই মাসেরই তো কেউ নাম রেখেছিলেন 'মার্গশীর্ষ', মৃগশিরা নক্ষত্রের অনুষঙ্গে।

"...Dawn goes down to day
Nothing gold can stay..." (Frost)

প্রতিটি পাতা ঝরে যাচ্ছে উন্মুখ, বেখেয়াল। এই চতুরঙ্গ সময়, এই তির্যক রোদ, এই অনচ্ছ চশমা পরা আমি কোনো কিছুই যে ধরে রাখার নয়, রোহিতাশ্ব! শতরঞ্জ খেলা যে আমি শিখিনি কখনো, তাই হয়তো বারেবারেই বড় ভুল হয়ে যায়। এগোতে, সরে যেতে, সরে না যেতে। জগতের আনন্দযজ্ঞে হোক বা বিষাদবিলাসে আমি নিজেই তো এক চকমকি পাথরের বোড়ে বই কিছু নই।

রাজা, মন্ত্রী, গজ, ঘোড়া, নৌকা সব সব অনিত্য। তবু, বহু অনিত্যই তো অনিন্দ্য! যুদ্ধফেরৎ সৈনিকেরা যখন আগুনের ধারে গোল হয়ে বসে যুদ্ধের গল্প শোনায়, ভিনদেশী প্রেমিকার কিসসা বলতে বলতে তার দেওয়া রুমালে অকারণে একবার কপাল মুছে নেয়, সেই দৃশ্যটির মতোই অনঘ।

'অঘ্রাণ' শব্দে যেন বহুযুগের অভিমান... শার্লো ব্রন্টে যদিও বলেছিলেন 'rawness of an October day'! তবু বছরের এই সময় পূর্ণতা আর শূন্যতার দুইসেট উলের সমন্বয়ে এক অদ্ভুত তাপিশ্রী (ইং: tapestry) বয়ন করে, উল্লম্ব তাঁতে অনায়াস বোনা হয়ে যায় নবান্নের তুরীয় তৃপ্তি আর অগণ্য ছিন্নপত্রের অনিকেত ধুলোখেলা...

হেমন্ত বহতা মানবজীবনের এক ধূসর অভিজ্ঞান। অপরের নয়, নিজের হৃদয়ে একটুকরো সাকিন খুঁজে হন্যে হয়ে অবশেষে কার্তিকের আকাশপ্রদীপের আলোয় পথ চিনে আমরা হয়তো নিজের কাছেই ফিরি সহস্রবার... তুমি নিজে তোমার সঙ্গে নেই, এর চেয়ে বড় একাকীত্ব আর কীই বা হতে পারে বলো!

শতরঞ্জের দক্ষতা শুনেছি সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শিতার অনুকূল... এক আগুনঝরা 'দুনিয়া কাঁপানো' হিমেল নভেম্বরে যাঁরা কাতারে কাতারে নেমে এসেছিলেন সোভিয়েতের রাজপথে, যাঁদের দাবি ছিল শুধুমাত্র একটি মসৃণ জীবন... শান্তি, জমি আর রুটি... যে অসম লড়াইয়ে নেমে তাঁরা গোহারা হারিয়ে দিয়েছিলেন প্রতিপক্ষকে, এমন অকল্পনীয় শতরঞ্জের খেলা বসুমতী কি আর কোনদিনও দেখেছেন?

Peace. Land. Bread. প্রতিটি শব্দ অস্ফুটে উচ্চারণ করে করে লেখার পরে যেন এক একটা নতুন জন্ম হয়... মায়োর্কায় এক সন্ধ্যেয় ঘরে ফেরার পথে ভূমধ্যসাগরের খুব কাছেই এক জীর্ণ বাড়ির জানালায় দেখেছিলাম ছোট্ট ফুলদানিতে দুটো প্রায় শুকিয়ে যাওয়া সূর্যমুখী। আর তার পাশেই শান্ত ধীময় জ্বলছে দুটি তুহিনশুভ্র মোমবাতি। ওই আটপৌরে সজ্জাটুকু হৃদয়সঙ্গাত। কেউ যখন বলে 'বিপ্লবে আবেগের স্থান নেই', আমার ওই ভগ্নপ্রায় ঘরের আবছা আলোর জানলাটা মনে পড়ে আজকাল। স্বপ্ন তো মৃত্যুহীন! আর ফসলের মাসেই তো বিশেষ দায় যৌথখামারের স্বপ্ন দেখার, দেখানোর... রাজনীতির আদি পাঠই তো কথোপকথন।

স্মৃতি-সত্তার অনেক অন্যায় উপরোধ এই পর্ণমোচী প্রহরটুকু ঘিরে আবর্তন করে... তাদের প্রশ্রয় দিতে মন চায় না আর। কোনো এক হেমন্তে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া নির্বাসিত রাজপুত্রের ভাষ্যটুকু ধার করে বলি:

"...যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হ'লে ক্রমে-ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে..." (জীবনানন্দ)

SHANU AGARWAL
JAPAN

invites you to

Dhanteras & Diwali

18k Gold, Platinum & Fine Diamond Jewelry

Exhibition

with exciting **FESTIVE OFFERS**

Each piece is HALLMARKED and is crafted with love.

Saturday, 26th October 2024

10:30am - 7:00pm

Cafe Filament

3-13-12 Nishikasai, Edogawa-ku, Tokyo

shanu@shanuagarwal.com
shanuagarwaljapan

Connect with us on Instagram

এক অবিস্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনী

বিদ্যুৎ কুমার রায়

আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। আমার স্ত্রী শ্রীমতি রীতা রায় একজন গৃহিনী। আমরা নিঃসন্তান, আমাদের নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজন নিজের নিজের সংসারে ব্যস্ত। তাই আমরা নিঃসঙ্গতার হাত থেকে মুক্তি পেতে নিজেদের কলকাতার ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে দুর্গাপুরের গ্রামীন পরিবেশে এক বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে শুরু করি। শখ বলতে আমাদের আছে বিভিন্ন জায়গায় বেড়ানো। সুযোগ পেলেই শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী কোন ভ্রমণ সংস্থার সাথে group tour-এ দেশে বিদেশে বেরিয়ে পড়ি। এইবার কলকাতার এক নামে সংস্থা SOTS এর সাথে 7 nights/8 days এর জন্য জাপান বেড়াতে মনস্থ্য করি। 28th March কলকাতা থেকে দিল্লী হয়ে 29th March Narita airport এ পৌছাই ও তারপর সেখান থেকে Osaka যাই। প্রথমদিনই Osaka থেকে bullet train এ Hiroshima যাই। Hiroshima museum এ দেখি 1945 সালে nuclear blast এ জাপানে যে বীভৎস ধ্বংসলীলা হয়েছিল তার এক পরিষ্কার চিত্র, যা অসংখ্য সাদা কালো ফটোগ্রাফির মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। রাত্রে Osaka palace এ যাই যার সৌন্দর্য্য অপরিসীম। তারপরের দিন আমরা Nagoya-র Nabano no sato flower village এ যাই। দেখি বিভিন্ন ফুল, cherry blossom এ সমৃদ্ধ এক বিশাল আয়তনের বাগান। বাগানের ভেতর রঙিন আলোকে সুসজ্জিত গাছ, ফুলের সম্ভার ও illuminated flower pandals দেখলে যে কেউ মুগ্ধ হবে। এর পরের দিন বিভিন্ন tourist spot যেমন Owakudani volcano উপত্যকার sulphur vents দেখি। এরপর Tokyo-র দিকে রওনা হবার পথে দেখি Tokyo-র অন্যতম বৃহৎ বাগান Ueno park যাতে প্রচুর cherry blossom tree ও অন্যান্য বিভিন্ন গাছ। সেখান থেকে আমরা Tokyo-র নিকটস্থ shinyokohamaতে একটা বড় হোটেলে উঠি। পরের দিন আমরা Tokyo-র বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান যেমন teamlab, Tokyo skytree ও statue of liberty দেখি। এর পরের দিন অর্থাৎ 4th April আমাদের tour-এর শেষ দিন। সেদিন সকাল থেকেই আমার স্ত্রীর পেটে ব্যথা শুরু হয় এবং উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। আমাদের group-এর সবাই tour itenary অনুযায়ী বেরিয়ে গেলেও আমরা হোটেলেই থেকে যাই। রাত্রে আমাদের group-এর সহযাত্রীরা ফিরলে আমি রীতার সমস্যার কথা বলি। আমাদের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনি রীতাকে পরীক্ষা করে বললেন যে এখনই রীতার চিকিৎসার প্রয়োজন। তখন আমাদের tour manager Mrs Nikita Salvi আমাদের local tour guide এর মাধ্যমে একটা ICU ambulance ডেকে পাঠালেন। আমি ও আমাদের tour guide Ms Joe রাত্রি প্রায় বারোটার সময় Rosai hospital-এ যাই। Hospital-এর emergency doctor রীতাকে কিছু test করে জানালেন sigmoid colon perforation। Patient কে বাঁচাতে হলে immediate operation করতে হবে। Ms Joe জাপানি ভাষায় ডাক্তারের সাথে কথা বলে আমাকে সব বুঝিয়ে দিলে আমি নিরুপায় হয়ে consent form-এ সই করলাম। তারপর ওর operation শুরু হল। খুবই গুরুতর একটা operation যা শেষ হলো প্রায় ভোর রাত্রে। তারপর Patient-এর জ্ঞান ফিরলে ওকে ICU তে দেওয়া হল। আমি এক ঝলক রীতাকে দেখে আমি ও Ms Joe হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলে ফিরে দেখি আমাদের সহযাত্রীরা আমাদের জন্য খুবই হন্যে হয়ে আছেন কিন্ত কারো কিছু করার কোন উপায় নেই। Itenary অনুযায়ী সকলের হোটেল check out করে নিজের নিজের বাসস্থানে ফিরতে হবে। এরপর সবাই ক্রমে ক্রমে Narita Airport এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। পিছনে পড়ে থাকলাম আমি এক অসহায় বৃদ্ধ ও আমাদের tour manager Mrs Nikita। আমি ততক্ষণে Ms Joe-এর মাধ্যমে জেনেছিলাম যে রীতার মোটামুটি ঠিক হতে minimum four weeks লাগবে। তাই প্রথমেই আমার কাজ হল আমার সামর্থ্য অনুযায়ী Rosai hospital-এর কাছাকাছি একটা হোটেল ঠিক করা। এই ব্যাপারে Nikita ম্যাডামের কথা মত হোটেল Livemax পছন্দ করি যেটা hospital থেকে ৫-৬ মিনিটের হাঁটা পথ। আমার এক আত্মীয় দেবাশীষ চ্যাটার্জি আমাকে পাঁচ দিনের জন্য Livemax book করতে সাহায্য করে। আমার দ্বিতীয় কাজ হল আমাদের tour insurance কোম্পানিকে রীতার রোগের ব্যাপারে সব জানানো ও cashless treatment এর ব্যবস্থা করা insurance-এর provision অনুযায়ী। এর জন্য Nikita ম্যাডাম একটি নির্দিষ্ট ফর্ম download করে তারপর fillup করে insurance কোম্পানিতে পাঠিয়ে দিতে আমাকে সাহায্য করলেন। এছাড়াও তিনি আমাকে আবার হোটেলের কাছাকাছি সব খাবারের দোকান বা ভারতীয় restaurant চিনিয়ে দিলেন যাতে অসুবিধা না হয়। দ্বিতীয় দিন হসপিটালে ঢুকতে আমার খুব অসুবিধে হচ্ছিল কারণ হসপিটালে ঢুকতে Patient-এর detailদিয়ে একটা form security person কে জমা দিলে তবেই entry-এর জন্য একটি sticker মেলে। কিন্ত form-টা সম্পূর্ণ জাপানি ভাষায় লেখা তাই fillup করতে পারছিলাম না। যাইহোক এক জাপানি ভদ্রলোকের সাহায্যে form fillup করে entry sticker হাতে

লাগিয়ে হসপিটালের ICU-তে ঢুকলাম। জাপানে অসম্ভব ভাষাসমস্যা, কেউ ইংরেজি বলে না বা খুব কম লোক ইংরেজি বোঝে। কিন্তু জাপানের নার্সরা খুবই ভদ্র, বিনয়ী ও আস্তে আস্তে কথা বলে। ওনারা translator-এর মাধ্যমে রীতার শরীরের অবস্থার কথা জানালেন। বুঝলাম রীতা খুব একটা ভালো নেই। ইতিমধ্যে আমার দুরবস্থার কথা আমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার ভাগ্নে গৌতম রায় জানতে পেরে ওর পরিচিত ডক্টর জয়ন্ত ভট্টাচার্য্যর ভাই সুমন্ত ভট্টাচার্য্যের সাথে আলাপ করে দিলেন যিনি Tokyo-তে থাকেন। আমার ভাগ্নের অনুরোধে জয়ন্ত বাবু সুমন্ত বাবুকে ফোন করেন ও আমার ফোন নাম্বার দিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বলেন এবং সুমন্ত বাবু তৎক্ষণাৎ আমার সাথে যোগাযোগ করেন ও আবার অবস্থার কথা জানতে পারেন। এর পরের দিন সুমন্ত বাবু ঈশ্বরের দূতের মত আমার পাশে এসে দাঁড়ান। উনি আমার সাথে হসপিটালে যান এবং হসপিটালে ডাক্তার ও নার্সের সাথে জাপানি ভাষায় কথা বলে সমস্ত জানতে পারেন এবং আমাকে রীতার শরীরের অবস্থা details-এ জানান। এরপর সুমন্ত বাবুর মাধ্যমে জাপানে বসবাসকারী অনেকের সাথে ধীরে ধীরে পরিচয় হলো - শুভাশিস প্রামানিক, স্বপন বিশ্বাস, দীপঙ্কর বিশ্বাস, ভাস্কর দাশগুপ্ত, তনয়া মুখার্জী দাশগুপ্ত এবং আরো অনেকে। ওনারা প্রতিনিয়ত ফোনের মাধ্যমে আমাদের খোঁজ খবর নিতেন। সুমন্ত ভট্টাচার্য্য যতটা সম্ভব হসপিটালে এসে আবার মনোবল বাড়াতে সাহায্য করছিলেন। শুধু তাই নয় উনি আমার হোটেলের booking টাও সময় মত করে দিচ্ছিলেন। এদিকে SOTC এর অফিসাররাও নিয়মিত আমার সাথে যোগাযোগ করছিলেন। 12th April একজন tour manager মিস্টার নেহাল Shinyokohama-তে আসেন ও আমার সাথে যোগাযোগ করেন। 13th April শনিবার রাত্রি প্রায় একটা সময় সুমন্ত বাবু আমাকে ফোন করে জানান আমার স্ত্রীর condition খুব critical এবং উনি আমাকে ততক্ষণাৎ হসপিটালে যেতে বলেন। আমি মিস্টার নেহালকে এই খবর জানালে উনিও হসপিটালে ছুটে আসেন। যাইহোক ডক্টর আমাকে জানালেন যে রীতাকে আবার operation করতে হবে। সেই রাত্রে রীতার একটা microsurgery হয় এবং colon-এর সাথে stool collection-এর জন্য colostomy bag বুকের কাছে লাগিয়ে operation সম্পূর্ণ করেন। ভোরে রীতার জ্ঞান ফিরলে আমরা হোটেলে ফিরে যাই। পরের দিন 14th April রবিবার বিকেলের সুমন্ত বাবু, শুভাশিস দীপঙ্কর ও আরো অনেকে হসপিটালে আসেন, এবং হসপিটাল সংলগ্ন পার্কে অনেকক্ষণ সময় আমার সঙ্গে কাটান ও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। ওদের আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করে এবং জাপানের একাকীত্ব অনেকাংশে কেটে যায়। ইতিমধ্যে SOTC-র আরো একজন tour manager মিস্টার Mangesh আমার হোটেলে আসেন এবং আমাকে আমার খুবই নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ভারত থেকে নিয়ে এসে আমাকে দেন। পরের দিন উনি আমাকে খুবই যত্ন সহকারে Shinagawa visa extension অফিসে নিয়ে গিয়ে এক মাসের visa extension করিয়ে দেন। এর সাথে সাথে মিস্টার Mangesh insurance company-র সাথে যোগাযোগ করে ওদের requirement মত সব document scan করে পাঠিয়ে দেন। আমি জানতে পারি রীতার hospital bill insured amount এর চেয়ে অনেক বেশি হবে। আমার tour--এর সহযাত্রী বন্ধু ও সদ্য পরিচিত বাঙালি group-এর পরামর্শ অনুযায়ী আমি মিস্টার মঙ্গেশকে নিয়ে Tokyo-তে Indian Embasy-র অফিসে যাই। সেখানে মিস্টার অভিজিৎ রায় আমাদের সমস্ত কথা শোনেন এবং ওনার মাধ্যমে second secretary মিস্টার Barnwal-এর সাথে কথা বলি। ফিরে গিয়ে hospital-এ রীতার ব্যাপারে সমস্ত খোঁজখবর নিই। সেদিন সন্ধ্যা বেলায় ভাস্কর দাশগুপ্ত ও তনয়ের মুখার্জি দাশগুপ্ত অনেক খাবার, চকলেট, বিস্কুট নিয়ে আমার হোটেলে আসে এবং অনেকক্ষণ আমার সাথে সময় কাটায়। ওদের ব্যবহারে এত আন্তরিকতা ছিল যা আমি অনেকদিন পাইনি। ওরা আমাকে আশ্বাস দিল যে যেভাবেই হোক ওরা আমার পাশে থেকে সাহায্য করবে। ওরা সত্যিই যেন আমার নিজের ভাইপো ভাইঝি। এর দু'দিন পর শনিবারে সন্ধ্যায় ভাস্কর ও তনয়া আবার আমার হোটেলে এলো ও আমাকে নিয়ে long drive-এ Odaiba artificial island ও rainbow bridge দেখালো। আমরা অনেকক্ষণ সময় ওখানে ছিলাম। রাত্রে ওইখানের দৃশ্য খুবই মনোরম। তারপর আমার রাত্রের খাবার প্যাক করে নিয়ে এসে আমাকে হোটেলে drop করল। এটা আমার জাপান ভ্রমণের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা। পরের দিন রবিবার স্বপন বিশ্বাস ও শুভাশিস, যারা প্রতিনিয়ত আমার খোঁজ খবর রাখত, তারা এসে অনেক সময় আমার সঙ্গে কাটিয়ে আমাকে নিয়ে Indian restaurant-এ lunch করিয়ে তারপর চলে গেলেন। ওরা আমাকে আশ্বাস দিল যে যেভাবেই হোক ওরা আমাকে নিরাপদে India পাঠাবে। জাপানি বসবাসকারী প্রত্যেক বাঙালির ব্যবহারে আমি অভিভূত। কিভাবে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব বুঝতে পারছিলাম না। যাইহোক অমিতাভ বাবুর advice মত আমি আবার মিস্টার মঙ্গেশকে নিয়ে Embassy-তে আবার সমস্ত সমস্যার কথা, বিশেষত আর্থিক দুরবস্থার কথা জানিয়ে একটি application জমা দিই । তার উত্তরে জাপানের Indian embassy hospital authority-কে একটা চিঠি দেন যাতে hospital-এর full bill এর ওপর প্রয়োজনীয় discount দেওয়ার পর তা আমার tour insurance-এর amount-এর মধ্যেই যেন থাকে। ইতিমধ্যে দীপঙ্কর বিশ্বাসের শ্বশুর মহাশয় আমার নিত্য প্রয়োজনীয় বাকী ওষুধ India থেকে আবার জাপানে আনেন ও আমাকে পাঠিয়ে দেন, ফলে আমার ওষুধের সমস্যাটা পুরোপুরি মিটে যায়। দু-এক দিন পর স্বপন বিশ্বাস ও তনয়া মুখার্জি দাশগুপ্ত

Indian embassy-র চিঠির জাপানি অনুবাদ নিয়ে হসপিটালে আসেন এবং হসপিটালে ডাক্তার ও society service-এর অফিসারদের সাথে নানা ব্যাপারে আলোচনা করেন এবং ওরা আমাকে রীতার শারীরিক অবস্থার কথা বিষদে জানান। ইতিমধ্যে রীতাকে ICU থেকে general ward-এ shift করা হয়েছে। এর মধ্যে সুমন্ত বাবু নিজের ব্যবসার কাজে Tokyo থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন, যদিও প্রতিনিয়ত আমার সাথে যোগাযোগ করতেন এবং আমি বলা মাত্র হোটেল Live max-এর booking করে দিতেন। এই ভাবেই চলছিল। মাঝে মাঝে শুভাশীষ স্বপনবাবু তনয়া ভাস্কর হসপিটালে এসে রীতাকে সুস্থ হতে উৎসাহিত করত। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে হসপিটাল থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আহ্বান করে। সেখানে আমি, স্বপন বাবু, তনয়া, ডঃ গুনজা এবং হসপিটাল administration-এর কিছু অফিসার উপস্থিত ছিলেন। ওদের আলোচনা সম্পূর্ণ জাপানি ভাষায় হচ্ছিল যার আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। শেষে জানতে পারলাম হসপিটাল বিলের 50% discount দেওয়া হবে। কিন্তু রীতার শরীর একদম steady হয়নি তাই এখনো release করা যাবে না। যাই হোক bill-এর ব্যাপারে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম। আমাদের extended visa-এর validity 30th May পর্যন্ত, তার মধ্যে আমাদের জাপান ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। অনেক অনুরোধের পর ডঃ গুনজা রীতাকে conditional release করতে রাজি হলেন। সেই মতো আমরা 12th May জাপান ছাড়ার দিন ঠিক করলাম। আমি SOTC-কে একটা e-mail করে আমাদের return ticket-এর ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলাম। সেই মতো ওনারা আমাদের 12th May return ticket book করে দিলেন। Air India-র fit to fly certificate এর জন্য একটা form fillup করার প্রয়োজন। স্বপন বাবু ডক্টর গুনজা কে দিয়ে সব form fillup করালেন যাতে patient-র বর্তমান অবস্থা লেখা আছে। 11th May জানতে পারলাম Air India "without an escort by a doctor or qualified nurse", রীতার বিমানযাত্রার অনুমতি দেবেনা। সুতরাং বাধ্য হয়ে ticket cancel করে visa extension এর প্রচেষ্টা করতে লাগলাম। visa extension এর জন্য অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হলো। আমাকে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে তনয়া ও অন্তরা ঠিক সময় মতো visa অফিসে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই extension paper form-এ রিতার সই ছাড়া ওরা extension দিতে রাজি হলো না। অগত্যা তনয়া ও অন্তরা আমাকে সম্পূর্ণ আগলে বৃষ্টির মধ্যে আবার বুলেট ট্রেন, ট্যাক্সি, বাস ইত্যাদি করে হসপিটালে এলাম এবং রিতার সই ও আমার জন্য ডাক্তারের একটা সার্টিফিকেট নিয়ে আবার আমরা প্রায় দেড় ঘন্টার মধ্যে ভিসা অফিসে ফিরে গেলাম এবং একমাসের ফাইনাল visa extension করালাম। এতেও ওরা ক্ষান্ত্য হলো না। ওরা আমাকে কাছাকাছি একটা Indian restaurant-এ lunch করার পর আবার shinyokohama পৌঁছে দিয়ে গেল। এই ব্যাপারে আমাকে কোন কিছুই করতে হয়নি, সব করেছে তনয়া ও অন্তরা। ঐদিন ওই দুই মহিলার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবদানের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমি আমার সমস্ত সমস্যার কথা বিশেষত আর্থিক দুরবস্থার কথা জানিয়ে ইন্ডিয়া বেঙ্গল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে একটা মেইল পাঠিয়ে দিলাম যাতে অ্যাসোসিয়েশনের আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে ওরা আমাকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করে। এর মধ্যে ঠিক হলো আমরা 19th May রবিবার India ফিরব। সেই মতো স্বপন বাবু ডঃ গুনজার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় form fillup করিয়ে নিলেন যাতে Air India এবার আর নতুন করে কোন objections না দিতে পারে। এছাড়া উনি মিনাক্ষী ভারমা নামে জাপানের হসপিটালে কর্মরত এক ভারতীয় নার্সের সাথে কথা বলে আমাদের escort হয়ে India আসতে রাজি করিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে স্বপনবাবু শুভাশিষরা অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে হসপিটালের ব্যালেন্স বিল, আমাদের দুজনের বিজনেস ক্লাসের এয়ার টিকিট, মীনাক্ষীর যাতায়াতের এয়ার টিকিট ও তার জন্য খাবার, অ্যাম্বুলেন্স ফেয়ার, এমনকি সুমন্ত ভট্টাচার্যের হোটেল বুকিং এর একটা বড় অংশ মিটিয়ে দিলেন। 18th May সন্ধ্যায় ভাস্কর ও তনয়া এসে অনেকক্ষণ আমার সাথে হোটেলে থেকে আমার সমস্ত জিনিস জামা কাপড় সুন্দর করে সুটকেসে গুছিয়ে দিল। 19th May সকাল আটটার সময় অ্যাম্বুলেন্স আমার হোটেলে এসে আমার সমস্ত লাগেজ নিয়ে হসপিটালে গেল। সেখানে মীনাক্ষী রিতাকে নতুন পোশাক পরিয়ে রেডি করে দেয়। তারপর জাপানি নার্সদের বিদায় দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স স্ট্রেচারে রিতাকে ওঠাই। অ্যাম্বুলেন্সে জাপানি ড্রাইভার ভীষণ ভদ্র ও নম্র। সে খুব যত্ন করে রিতাকে স্ট্রেচারে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে ওঠায় ও আমরা জাপানের

হসপিটাল কে বিদায় জানিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হই। এয়ারপোর্টে শুভাশিষ অপেক্ষা করছিল। শুভাশিষ ও ড্রাইভার দুজনে মিলে স্ট্রেচার থেকে রিতাকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে এয়ারপোর্টের ভেতরে নিয়ে যায় এবং এয়ার ইন্ডিয়া স্টাফদের হাতে handover করে আমাকে বিদায় জানিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় আর আমরা এয়ারপোর্টের ভেতরে প্রবেশ করি। নার্স মীনাক্ষী খুবই যত্ন সহকারে রিতা কে নিয়ে সব ফর্মালিটি শেষ করে এয়ারক্রাফটে নিয়ে যায়, সাথে আমিও থাকি। এই ভাবেই শেষ হয় আমার জাপান ভ্রমণ।

সর্বশেষে একটা কথা না বললে আমার এই প্রতিবেদন শেষ হবেনা। তা হল জাপানের বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের প্রবাসী বাঙালির সভ্যগণ যে ভালোবাসা মানবিকতা উদারতার সাথে আমাকে সহায়তা করেছেন তা আমি এত বছরের জীবনে দেখিনি। তাই ওদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কোন ভাষা জানা নেই। শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব ওরা যেন খুব ভালো থাকে, সুস্থ থাকে এবং সারা জীবন এইভাবে অসহায় মানুষদের পাশে থাকে। আমার অনেক শুভেচ্ছা রইল।

ভাষার বিড়ম্বনা

কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য

শিশুটি সকাল বেলায় আপন মনে খেলা করছিলো।
এমন সময় মা বললেন,

— "সকাল থেকেই খেলায় মন না দিয়ে একটু পড়াশুনায় মন দাও"। এই বলে মা তাকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর এবং কয়েকটি অঙ্কের সমাধান করতে দিলেন।

শিশুটি কী আর করে! যেন স্বর্গের নন্দন কানন থেকে পৃথিবীর শুষ্ক মাটিতে পতিত হলো! বেচারা বেচারা মুখ করে মায়ের দেওয়া সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধান করার চেষ্টা করতে লাগল আর তার ফাঁকে ফাঁকে খেলনাগুলোর দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তাকাতে থাকলো। তবে এর মাঝে মা একটু আশার আলো দেখিয়েছেন। বলেছেন- "যত তাড়াতাড়ি কাজগুলো শেষ করবি তত তাড়াতাড়ি আবার খেলতে পারবি"। এই কথা শুনে সে কিছুটা আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হয়ে যত দূর সম্ভব দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধান করার চেষ্টা করতে থাকলো। অবশেষে মাথার বোঝা নামিয়ে সে মাকে ডাকলো- "মা হয়ে গেছে"।

মা এসে তার কাজগুলি দেখে বললেন – "বাঃ"।

এইখানেই যত বিড়ম্বনার সৃষ্টি। নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে মাকে জিজ্ঞাসা করল - "হ্যাঁ বাঃ? নাকি না বাঃ?"

এই অদ্ভুত প্রশ্নের জন্ম তার এই মাত্র ছয়টি বছরের অভিজ্ঞতায়। সে দেখে, কোন ভালো কাজ করলে সবাই বলে "বাঃ" আবার, কোন অকর্ম করলে তাকে শুনতে হয় "বাহ্ বেশ করেছ! ব্যঙ্গ আর প্রশংসার বাণী এক, সুর আলাদা। তাই তার কাছে এই দুই বাণীর সহজ পরিচয় — হ্যাঁ বাঃ আর না বাঃ।

অর্থাৎ এই " বাঃ" শব্দটি তার কৃতকর্মের অনুকুলে না প্রতিকুলে উচ্চারিত হলো?

মা একটু চুপ করে থেকে হেসে বললেন " হ্যাঁ বাঃ"। শিশুটি নিশ্চিন্ত হয়ে নাচতে নাচতে পুণরায় অসমাপ্ত খেলায় মনোনিবেশ করলো।

ছবি:কেয়া ভট্টাচার্য্য

VISHWAS®
YOUR TRUSTED PARTNER

VISHWAS CO. LTD.

YOUR TRUSTED PARTNER

Import, Export & Distributor of Spices

If it's about spices, go to VISHWAS!

DAAL

BOTTLE SPICES

BLENDED SPICES

SWEETS & SNACKS

661-0961, Hyogo-Ken, Amagasaki-Shi, Tonouchi-Cho, 2-1-7
〒661-0961兵庫県尼崎市戸ノ内町2-1-7
Tel. : 06-6493-7888 • Fax : 06-6493-7885
www.vishwasjapan.com • e-mail : vishwasjapan@gmail.com

Your order is an APP | Official LINE | Please Follow me!!

Ayushmit Biswas, 5 years

Shreyan Dutta (Age 6 Years)

Aron Sen, 15 years

Debosmita Biswas, 9 years

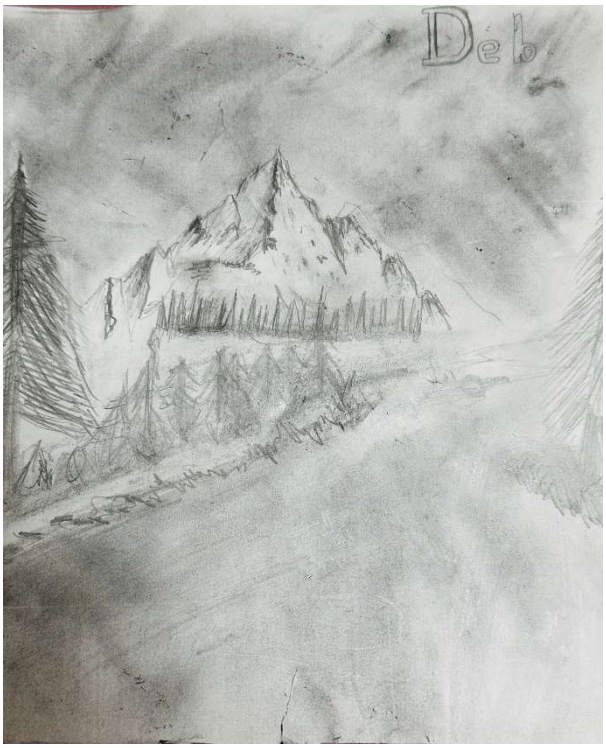

Debraj Biswas, 11 years

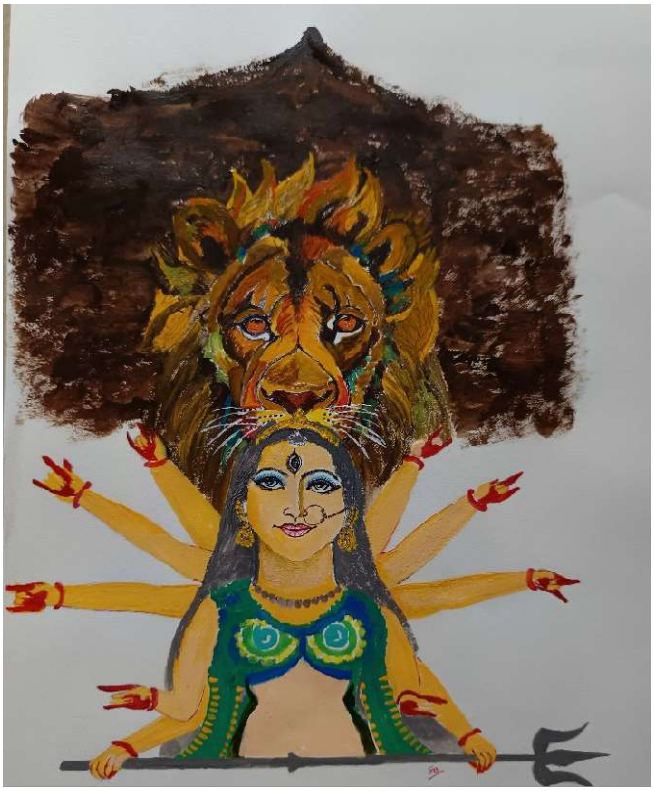

Dr. Sudipto Banerjee

Soumya Bhattacharjee

Moumita Biswas, 9 years

ボンゴバザール
BongoBazar
FRESH & HALAL MARKET

BONGO BAZAR】
HALAL & SUPER MART
3-208-1 Hikonari Misato-city, Saitama.
Open Every day:10:00～20:00

চেনা শরতের উপাখ্যান

বিপ্লব চক্রবর্তী

এই নাটিকাটি ২০২৩ সালের আইবিসিএজে আয়োজিত দুর্গাপূজায় সদস্যবৃন্দের প্রবল উৎসাহে এবং অভূতপূর্ব যোগদানের মাধ্যমে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। শুধু অভিনয়ই নয়, নাচ ও গানের আকর্ষণীয় সংযোজনের মাধ্যমে সেই বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

** অভিনয় ছাড়াও দৃশ্য বদলানোর কাজটি যত্ন সহকারে করেছিল আমাদের ছোট্ট সদস্যা সামাইরা শোলাঙ্কি **

নির্দেশনা ও প্রযোজনাঃ শুভব্রত মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর দাশগুপ্ত, বিপ্লব চক্রবর্তী
আবহঃ বিপ্লব চক্রবর্তী
নাচঃ রুমা মণ্ডল, ঐন্দ্রিলা দেবনাথ, তনয়া মুখার্জী, সুমনা চক্রবর্তী, তনয়া মুখার্জী দাশগুপ্ত, মৌসুমি দাশ নন্দী, দীপান্বিতা ঘোষ
গানঃ কলস্বন দত্ত, সুকন্যা মিশ্র, মৌমিতা মুখার্জী, তমষা কুণ্ডু, অন্তরা সেন, রিধিমা গুরুং, মৌসুমি বিশ্বাস, সাগরিকা দে, মৌমিতা বিশ্বাস, দেবস্মিতা বিশ্বাস, অনিকা দেবনাথ, ইভান মুখার্জী

*** প্রত্যেক দৃশ্যের পরে সমবেত কণ্ঠের গান ও নাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ***

প্রথম দৃশ্য: পুজোর শুরু

চরিত্র ও অভিনেতা (২০২৩):

অঙ্ক শিক্ষক – সঞ্জীব চ্যাটার্জী
ছাত্র ১ - অনিকা দেবনাথ
ছাত্র ২ - ইভান মুখার্জী
ছাত্র ৩ - ধ্রুপদ চ্যাটার্জী

সিনের শুরুতে দেখা যায় মাস্টারমশাই এক হাতে একটা বই আর এক হাতে একটা রুলার নিয়ে নামতা জিজ্ঞেস করছে, বাচ্চাদের মুখ দেখা যায় না।

শিক্ষক: এই বল, ৬ দুগুণে কত হয়।

ছাত্র ১: ৬ দুগুণে? এই পনেরো।

শিক্ষক: বাঁদর মেয়ে। সারাদিন খেলে বেড়া আরও? তুই বল সাত পাঁচে কত?

ছাত্র ২: ইয়ে, আঠারো।

শিক্ষক: সাত পাঁচে আঠারো? সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাবা? সব কটা ফেল করবি। (ফার্স্ট বয়ের দিকে তাকিয়ে) বাবা তুমি ৮ এর ঘরের নামতাটা বলতো।

ছাত্র ৩: *সঠিক ভাবে নামতা পড়তে থাকে (এই সময় বাকি বাচ্চারা পেছন থেকে ভেংচি কাটে আর হাসে)*

শিক্ষক: (মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে) বস বস। দেখে শেখ তোরা দুজন। (বোর্ডের দিকে ঘুরে) কাল থেকে পুজোর ছুটি পড়ছে, ছুটিতে সারাদিন খেলে বেড়াবি না, ৫ থেকে ২০ র ঘরের নামতা মুখস্ত করে…….

(বোর্ডে লিখতে থাকেন, এমন সময় ঘন্টা বেজে ওঠে আর ছাত্ররা হই হই করে বেড়িয়ে যায়।)

এই দাঁড়া, দাঁড়া

দ্বিতীয় দৃশ্য: মহালয়া

চরিত্র ও অভিনেতা (২০২৩):

মা - সাগরিকা দে

সন্তান - রিষান দাশ

বাবা – মৃন্ময় দাশ

মা বাচ্চাকে জোর করতে থাকে অঙ্কটা শেষ করার জন্যে কিন্তু বাচ্চা আর করতে চায় না।

মা - সোনা বাবা আমার এই অংক দুটো করে নে তারপর আমরা খেলব

সন্তান - না আমার আর অংক করতে ইচ্ছা করছে না

মা - তুমি যদি এই অংক দুটো করে নাও তাহলে আমি আজকে রাতেই পাস্তা বানিয়ে দেবো

সন্তান - না না দেখো সবাই পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছে আর তুমি আমাকে জোর করে অংক করাচ্ছো।

মা -স্কুল খুললেই কিন্তু পরীক্ষা তখন যদি ফেল করো তখন কিন্তু এক বছর বাইরে খাওয়া বন্ধ করে দেব।

সন্তান - আচ্ছা ঠিক আছে খাব না, কিন্তু এখন আমি আর অংক করব না।

মা - আচ্ছা আজ কিন্তু বাবা আনন্দমেলা নিয়ে আসবে, তুমি যদি অংকটা না কর কিন্তু আমি আনন্দমেলা পড়তে দেব না।

এবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাচ্চা রাজি হয় আর অংক করতে শুরু করে । ঠিক এমন সময় বেল বাজে আর বাবা অফিস থেকে বাড়ি ঢোকে। ব্যাগ থেকে আনন্দমেলা বার করতে না করতেই দৌড়ে বাচ্চা এসে বাবার হাত থেকে বইটা নিয়ে স্টেজ থেকে বেরিয়ে যায় । মা আটকানোর চেষ্টা করে কোন লাভ হয় না। বাবা হেসে ফেলে এবং বলে

বাবা- ছেড়ে দাও, কাল মহালয়া দেবীপক্ষ শুরু, ওর বয়সে কি আমরা তো একমাস আগে পড়া বন্ধ করে দিতাম। যাই হোক চল খেয়ে শুয়ে পড়া যাক, কাল ভোর বেলা উঠতে হবে।

তৃতীয় দৃশ্য: পঞ্চমী

চরিত্র ও অভিনেতা (২০২৩):

বন্ধু ১ – শুভাশিস প্রামাণিক

বন্ধু ২ – শুভব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রথম বন্ধু বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে অফিস থেকে ফেরবার বাস ধরার অপেক্ষায়, দ্বিতীয় বন্ধু দূর থেকে এসে বলে

বন্ধু ২ - কিরে এখনো বাস পাসনি?

বন্ধু ১ - আর বলিস না সে কখন থেকে বাসের জন্য ওয়েট করছি এই পুজোর আগেই বাসগুলো কমে যাবে আর বাসের ভাড়া বেড়ে যাবে।

বন্ধু ২ - যা বলেছিস যাই হোক কাল থেকে ছুটি চারটে দিন একদম নিশ্চিন্তে খাবো দাবো ঘুমাবো আর ঘুরবো একেবারে রিচার্জ করে নিতে হবে নিজেকে, হ্যাঁরে, তোদের অফিসে তো খুব সুন্দর ডেকোরেশন করে। এবার করেছে?

বন্ধু ১ - হ্যাঁ , শর্মিষ্ঠাদের গ্রুপ টাই ফার্স্ট হয়েছে।

বন্ধু ২ - আচ্ছা শর্মিষ্ঠা যখন ফার্স্ট হয়েছে তুই তো নিশ্চয়ই খুব খুশি তাহলে পার্টি দে।

বন্ধু ১ - (একটু লজ্জা পেয়ে) কি যে বলিস তবে হ্যাঁ একটা জিনিস, ও কিন্তু এবার সপ্তমীতে আমার সঙ্গে বেরোবে বলেছে।

বন্ধু ২ - ভাই ফাইনালি এটা দারুন খবর দিলি, ওসব বাস ছাড় সোজা ট্যাক্সি ধর আজকের ট্যাক্সি করেই যাব আর সেই ট্যাক্সির ভাড়াও তুই দিবি।

বন্ধু ১ - (প্রথম বন্ধু হেসে বলে) হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস চল আজকে ট্যাক্সি করে যাই আজকে তুই আমার বাড়িতেই থাকবি, খাওয়া দাওয়া করবি আর আজকে রাতে আমাদের ক্লাবের ঠাকুর আনতে যাবার কথা আমরা একসাথে ঠাকুর আনতে যাব ।এই ট্যাক্সি .....

চতুর্থ দৃশ্য: ষষ্ঠী

চরিত্র ও অভিনেতা (২০২৩):

প্রতিবেশী ১ – প্রবীন শোলাঙ্কি

ছোটকা দা – শ্রীনেশ কুণ্ডু

পল্টু – অনির্বাণ নন্দী

কাউন্সিলর – তনয়া মুখার্জী দাশগুপ্ত

পল্টু - ও দাদা, আরে ও দাদা। কি হল শুনতে পাচ্ছেন না নাকি

প্রতিবেশী ১ - Are keya baat hai? Piche se kyun bularahe hai?

ছোটকা দা - আমাদেরকে দেখলেই তো পিছন ঘুরে দৌড় মারেন, সামনে থেকে বুলাবার চান্স আছে নাকি?

প্রতিবেশী ১ - bakwas chhodke ye bataiye kaam keya hai?

পল্টু - আপনাকে দিয়ে আর কি কাম হবে? একমাস ধরে তো ঘোরাচ্ছেন চাঁদাটা ছাড়ুন এবার।

প্রতিবেশী ১ - Abhi office jaane ke time bawal maat kijiye, baad mein aiye ga

পল্টু - ও কাকা। আজ ষষ্ঠী, আর কবে চাঁদা দেবেন পরের বছর পুজোর আগে নাকি?

ছোটকা দা - ছাড়ুন ছাড়ুন হাজার দশেক।

পল্টু - আপনি ক্যাশ না ছাড়লে আপনাকেও আমরা ছাড়ছি না।

(ঝামেলা চলতে থাকে, দুজন ছেলে রাস্তা আটকে ধরে রাখে, কাউন্সিলরের প্রবেশ)

কাউন্সিলর - (পল্টুর দিকে) এই এই তুই কোন ক্লাবের ছেলে রে? আমার পাড়ার লোক তার ওপরে আমার ভোটার, তার ওপর তোরা চাঁদার জুলুম করছিস। (Chhotka da কিছু বলতে যায়), আচ্ছা ছোটকা দা, আপনি আবার বাবার আমল থেকে চাঁদা তুলছেন, এখন তোলাবাজির সখ গেল না? নতুন ছেলেদের সুযোগ দিন!!

আপকো কোন চিন্তা করনে কা দরকার নেহি, আমি থাকতে আপকো কোন ক্ষতি নেহি হোগা। আপ এক কাজ কিজিয়ে , মাত্র সাত হাজার টাকা হামকো দিজিয়ে।

প্রতিবেশী ১ - Keya baat kar raha hai didi aap?

কাউন্সিলর - একদম ঠিক বাত কর রাহা হ্যায়। এই আয় আয়, কোন কথা না বাড়িয়ে সাত হাজার টাকা নিয়ে নে। (পল্টু কোন রকমে জোর করে টাকা নিয়ে নেয়)। ঠিক আছে? বাড়ি এসে অষ্টমীর ভোগ দিয়ে যাবি। (লোকটির উদ্দেশ্যে) বলেছিলাম না? আমি থাকতে আপকো কোন ক্ষতি নেহি হোগা, আপকো ৩হাজার টাকা কা লাভ করিয়ে দিলাম কিনা। এবার আপ আইয়ে।

ছোটকা দা - ফাটিয়ে দিয়েছিস চম্পা। তুই যে ওই কঞ্জুস মালটার থেকে ৭ হাজার টাকা বার করতে পারবি ভাবতে পারিনি।

কাউন্সিলর - এখনও ভাবার কিছু হয় নি, (পল্টুর দিকে)এর মধ্যে থেকে ৩ হাজার টাকা পার্টি অফিসে দিয়ে যাবি। (বলে এগিয়ে যায়)

পল্টু - আরে দিদি, ও দিদি, মাত্র ৪ হাজারে কি পুজো হয়? শুনছো? ও দিদি? (প্রস্থান) (ছোটকা দা ও গলা মেলায়)

পঞ্চম দৃশ্য: সপ্তমী

চরিত্র ও অভিনেতা (২০২৩):

স্বামী – সুছন্দ চ্যাটার্জী

স্ত্রী – রুমা মণ্ডল

স্টেজে দেখা যায় একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী হেঁটে চলেছে স্বামীর দুই হাতে দুটো ভারী ব্যাগ এবং স্বভাবতই ক্লান্ত কিন্তু স্ত্রীর উৎসাহে কোন ভাটা নেই সে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ স্বামী দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাগ দুটো রাস্তার মধ্যে রেখে বলে

স্বামী: আমি আর পারব না, সপ্তমী চলে এলো এখনো তোমার শাড়ি কেনা শেষ হলো না

স্ত্রী : তা কি করব তুমি যদি আগে থেকে কিনে দিতে তাহলে তার এই এখন সপ্তমীর দিন শপিং করতে হতো না

স্বামী: মানেটা কি? লাস্ট একমাস ধরে প্রত্যেক সপ্তাহে নিয়ে বেরিয়ে বেরিয়ে যে তোমায় ছখানা শাড়ি কিনে দিলাম

স্ত্রী : হ্যাঁ, ছটা শাড়ি কিনে দিয়েছো তো ছটা শাড়ি তিন দিন দুবেলা পরতে পরতে অলরেডি পরা হয়েই গেছে

স্বামী: তিন দিন মানে? পুজোতো শুরু হল আজ থেকে, তুমি কবে থেকে নতুন শাড়ি পরা শুরু করেছো?

স্ত্রী : তোমার মতো সেকেলে লোকেদের জন্য পূজা কাল থেকে শুরু হয়েছে, এখন পুজো তো প্রথমা থেকেই শুরু হয়ে যায় তবু তোমার কপাল ভালো আমি প্রথমা থেকে নতুন শাড়ি পড়িনি

ভদ্রলোক আকাশের দিকে একবার হাতজোড় করে বলেন

স্বামী: মাগো একটু সুবুদ্ধি দাও মা এদের একটু সুবুদ্ধি দাও।

স্ত্রী : এই তোমার ওই দোকানটা মনে আছে?

স্বামী: নটবর শাড়ি স্টোরস, হ্যাঁ মনে না থাকার কি আছে এ তো প্রত্যেকদিনই অফিস যাওয়ার পথে দেখি।

স্ত্রী : আরে বাবা আমি সেই মনে থাকার কথা বলছি না তোমার কি কিছুই মনে নেই?

স্বামী: কি বলতে চাও বলো তোমার এত দোকান থাকতে হঠাৎ এই নটবর শাড়ি স্টোর থেকে শাড়ি কেনার কথা মনে পড়লো কেন কে জানে।

স্ত্রী : তোমার মনে নেই আজ থেকে 12 বছর আগে যখন প্রথম তোমার সাথে আমার দেখা হয়, তখন এই দোকান থেকে তুমি টিউশনের টাকায় প্রথম আমাকে পুজোতে শাড়ি কিনে দিয়েছিলে ২০০ টাকা দিয়ে।

স্বামী: আরে হ্যাঁ তাইতো, আমায় একদম মনে ছিল না. শাড়িটা দাম ছিল আড়াইশো টাকা আমার কাছে ৫০ টাকা না থাকার জন্য তুমি তোমার নিজের গিফটের বাকি টাকা নিজেই দিয়েছিলে।

স্ত্রী : হ্যাঁ আর তারপর বেদুইন থেকে চিকেন রোল টাও তুমি আমার ঘাড় ভেঙে খেয়েছিলে।

স্বামী: সত্যিই কি সব দিন ছিল না

স্ত্রী : এই শোনো না চলো আজকে আবার আমরা ওই দোকানে যাই আজকে ওই দোকান থেকেই আমার এই পুজোর শেষ শাড়িটা কিনব।

স্বামী: বলছো, চলো তাহলে, তবে একটা শর্তে, শাড়ি কিনে বেড়িয়ে বেদুইন থেকে চিকেন রোল নয় এগ চিকেন রোল খাওয়াতে হবে কিন্তু।

ষষ্ঠ দৃশ্য: অষ্টমী

চরিত্র ও অভিনেতা (২০২৩):

প্রেমিক – মৌমিতা রায় চৌধুরী

প্রেমিকা – শুভঙ্কর রায়

ঘোষক - শুভব্রত মুখোপাধ্যায়

পুরোহিত – সোমদত্তা ব্যানার্জী শোলাঙ্কি

মাইকে শোনা যায় পুজোর প্যান্ডেল থেকে এনাউন্স করা হচ্ছে

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এবারকার অঞ্জলি শেষ হবে আপনারা যারা এখনো অঞ্জলি দেননি, তারা যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের পূজা প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হন আমাদের দুর্গাপুজোর অঞ্জলি আর কিছুক্ষনের মধ্যেই শেষ হবে আপনারা যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের এই পুজোয় আমাদের এই প্যান্ডেল এসে উপস্থিত হন

একটা মেয়েকে দেখা যায় হলুদ রঙের শাড়ি পড়ে ঘন ঘন পায়চারি করছে আর ঘড়ি দেখছে , এমন সময় একটি ছেলেকে লাল পাঞ্জাবি পড়ে হন্তদন্ত হয়ে স্টেজে ঢুকতে দেখা যায়।

প্রেমিকা - তোমার কি সময় জ্ঞান আর কোনদিন হবে না

প্রেমিক - আরে সরি সরি কালকে সারারাত ধরে ঠাকুর দেখে আজকে সকাল বেলা উঠতে দেরি হয়ে গেল

তবে তোমাকে শাড়ি পড়ে আজকে এত সুন্দর লাগছে না

প্রেমিকা - থাক আর মিষ্টি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে লাভ নেই তবে হ্যাঁ, এই লাল পাঞ্জাবিটাতে তোমাকেও খুব হ্যান্ডসাম লাগছে। এখন চলো না হলে দেরি হয়ে যাবে আর অঞ্জলি দেওয়া হবে না

প্রেমিক - হ্যাঁ চলো চলো

সংক্ষেপে অঞ্জলীর মন্ত্র চলে আর মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট চলে

ঘোষক - অঞ্জলি দেওয়া হয়ে গেলে ফুলগুলো এই ঝুড়িতে রাখবেন, ফুলগুলো ছুড়বেন না, এই লাল পাঞ্জাবী আর হলুদ শাড়ি তোমরা একে অপরের দিকে ফুল ছুড়ছো কেন বলা হচ্ছে না ঝুড়িতে ফুলগুলো ফেলতে।

আমাদের এবছরের পুজোর অঞ্জলি এখানেই শেষ হলো।

সপ্তম দৃশ্য: নবমী

চরিত্র ও অভিনেতা (২০২৩):

ঘোষক - শুভব্রত মুখোপাধ্যায়

আয়োজিকা ১ – অন্তরা সেন

আয়োজিকা ২ – রিধিমা গুরুং

আয়োজিকা ১ - এই এই আয়, সুস্মিতা কই?

আয়োজিকা ২ - জানিনা তো, ও হ্যাঁ, ও বোধহয়, একটু ফুচকা খেতে গেছে।

আয়োজিকা ১ - কোন মানে হয়? আর একটু পরেই সন্ধিপূজা শুরু, একটু পরে গেলে কি হত?

আয়োজিকা ২ - জানিসই তো ওর কাজকম্মই এইরকম, যাইহোক পদ্মগুলো এনেছিস তো?

আয়োজিকা ১ - না না তোকে বললাম না তন্দ্রাদি ১০৮ টা পদ্ম স্পন্সর করছে এবার ছেলে চাকরি পেয়েছে বলে

আয়োজিকা ২ - তাহলে ১০৮ টা প্রদীপ?

আয়োজিকা ১ - ওটাতো রিয়ার আনার কথা, ও কই?

আয়োজিকা ২ - ওর আজ বয়ফ্রেন্ডের সাথে বেরোবার কথা ছিল তো, ফেরেনি এখনও? এই দাঁড়া দাঁড়া ওরই ফোন আসছে

আয়োজিকা ১ - আমায় দে তো, (ফোনে) ওই তুই কখন আসবি? কি এখন তুই আমিনিয়ার সামনে লাইন দিচ্ছিস? তোর না প্রদীপ আনবার দায়িত্ব ছিল?

এমন সময় অ্যানাউন্সমেন্ট হয়

আমাদের এবারের সন্ধিপুজার সময় হয়ে এসেছে, কমিটি মেম্বারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যত শীঘ্র সম্ভব পুজা মণ্ডপে এসে উপস্থিত হন।

আয়োজিকা ১ - শুনেছিস? এবার তুই বল কি করবি? বিরিয়ানি খাবি নাকি এখানে আসবি? আমি জানি না ১৫ মিনিটের মধ্যে আমি এখানে তোকে এখানে দেখতে চাই। (ফোন কেটে দেয়)।

(আয়োজিকা ২ এর উদ্যেশ্যে) চল চল আমরাই যাই, একটা কাজ যদি এদের দ্বারা হয়।

অষ্টম দৃশ্য: নবমী (অন্তিম)

চরিত্র ও অভিনেতা (২০২৩)

বন্ধু ১ - বিপ্লব চক্রবর্তী

বন্ধু ২ - ভাস্কর দাশগুপ্ত

বন্ধু ৩ – কৌস্তভ ভট্টাচার্য

(তিন বন্ধু আড্ডা)

বন্ধু ২- কি হল রে ভাই তোর, চুপ মেরে গেলি যে, সাড়া দে, (ঝাঁকিয়ে) আব্বে বল কিছু।।

বন্ধু ১- ভাই, শেষ হয়ে গেল ভাই, এবারের পুজোটাও শেষ হয়ে গেল(কাঁদতে কাঁদতে প্রায়) , আবার অফিস খুলবে, আবার বসের খিস্তি খাব, আবার জুনিয়রদের খিস্তি করব, কি করে পারব রে।

বন্ধু ২- কাঁদিস না ভাই, এই তো জীবন । আর তো কয়েকটা দিন তারপরেই আবার।

বন্ধু ১- আর কটা দিন?? অঙ্ক ভুলে গেছিস নাকি? আরও ৩৫০ দিন ।

বন্ধু ৩- আরে পুজো শেষ তো কি? এরপর লক্ষী পুজা, তার পর কালিপুজো এই করতে করতে দেখবি সরস্বতী পুজো হয়ে আবার দুর্গাপূজো এসে গেল।

বন্ধু ২- তারপর মাঝে আবার বড়দিন , পয়লা বৈশাখ ও আছে।

বন্ধু ১ - চ্যাংড়ামো করছিস নাকি? ক্লাস ফাইভের ছেলেকে ভোলাচ্ছিস? কোন পুজোতে তুই ৪ দিন ছুটি পাস? কোন পুজোতে ক্লায়েন্টের কল না ধরেও পার পেয়ে যাওয়া যায় ? কোন পুজোতে পেটে দু-পাত্তর ঢেলে বসকে খিস্তি করলে বসও পরের দিন ভুলে যায়? সব পুজো একদিকে আর দুর্গাপুজো একদিকে ? সব শেষ ভাই সব শেষ ।।

বন্ধু ৩- এই , এখনই কান্নাকাটি করিস না তো।। এখনও পুজো শেষ হয় নি। বিসর্জনের পুরো ২৪ ঘন্টা বাকি।

বন্ধু ১- সেটাইতো বলছি ভাই, মাত্র ২৪ ঘন্টা বাকি।

বন্ধু ২- (বন্ধু ৩ এর উদ্দেশ্যে) , এতো ভালো জ্বালা হল, তারতো পুরো কেটে গেছে দেখছি।

বন্ধু ৩- দাঁড়া দেখি। শোন শোন , আজ রাতটা ভালো করে মজা করি চল, আমাদের ক্লাবের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১২ জন ঢাকি আসবে, ধুনুচি নাচ হবে (কান্না চলতে থাকে), (একটু থেমে) আর শোন মেঘনাও আসবে (হঠাত কান্না বন্ধ, হাল্কা হাসি ফুটে ওঠে)।

বন্ধু ২- হ্যাঁ.।। ওমনি হাসি ফুটেছে , চল চল দেরি করিস না। (ঢাকের আওয়াজ শুরু)

বন্ধু ১- সত্যি বলছিস আসবে?

বন্ধু ৩- হ্যাঁ সত্যিই আসবে, শাড়ি পরে , এখন চল।

সবাই- চল ভাই চল , শুরু হয়ে ।

ঢাকের আওয়াজ শুরু, সবার প্রবেশ। নমস্কার

Clue Based Quiz

Quiz Master

Sudipto Saha

- There are 10 questions in this section which are clue based. There will be three clues to each question.
- You Score - **15 points** on answering at the first clue, **10 points** on answering at the second clue and **5 points** on answering after the third clue. There will be **no negative marking** for a wrong answer.

All the Best

1. **Name this famous personality**

   Clue 1 : This mathematician cum physicist was born in Groningen, in the Netherlands in a family of mathematicians in the year 1700 and was the son of Johann Bernoulli (one of the early developers of calculus).

   Clue 2 : His earliest mathematical work was the Exercitations (Mathematical Exercises), published in 1724 with the help of Goldbach.

   Clue 3 : His chief work is Hydrodynamica, published in 1738, in which he laid the basis for the kinetic theory of gases, and applied the idea to explain Boyle's law. This principle described the behaviour of fluids in a closed system and is used to explain how an aeroplane fly.

2. **Identify this famous Scientist**

   Clue 1 : He was a famous scientist who was born in 1847 in Ohio, USA and has 1093 patents in his name.

   Clue 2 : He began his career as a news butcher, selling newspapers, candy, and vegetables on trains running from Port Huron to Detroit and most of his income went to buying equipment for electrical and chemical experiments.

   Clue 3 : He is credited for the inventions of incandescent light bulb and phonograph

3. **Identify this famous architecture**

   Clue 1 : An architectural wonder, this construction is the World's largest monolithic (buildings which are carved, cast or excavated from a single piece of material, historically from rock) structure built from top to bottom.

   Clue 2 : It was constructed by the king Krishna I of the Rashtrakuta dynasty and is dedicated to Lord Shiva.

   Clue 3 : This temple is located in the western part of India.

4. **Identify this Incident**

Clue 1 : I am referring to an infamous event that took place on December 7, 1941 and is often referred to as the turning point in the history of World War II.

Clue 2 : This event dragged the US in the war and changed the fate.

Clue 3 : It saw a suicidal attack called "Kamikaze" on one of the ally's in the war and involved Japan on one side.

5. **Identify the Nodal Agency**

Clue 1 : This nodal agency of the Central Government was instituted on January 1, 2015 and is tasked with catalysing the economic development, by fostering cooperative federalism through the involvement of the State Governments of India in the economic policy-making process using a bottom-up approach.

Clue 2 : Its Ex-officio chairperson is the Prime Minister of India .

Clue 3 : Mr. Suman Bery the vice Chairperson.

6. **Identify this famous Personality**

Clue 1 : A populist in 20th Century, the leader is one of the most charismatic leaders of the Third World in the early 1970s.

Clue 2 : This leader emerged as a student activist in the province of Bengal during the final years of the British Raj.

Clue 3 : He was nicknamed "Bongo Bondhu" and is honoured as the "Father of the Nation" in his country.

7. **Identify this Process**

Clue 1 : The energy in Sun is produced through this process.

Clue 2 : It involves a reaction in which two or more atomic nuclei, usually, deuterium and tritium (hydrogen isotopes), combine to form one or more different atomic nuclei and subatomic particles (neutrons or protons).

Clue 3 : The difference in mass between the reactants and products is manifested either in release or absorption of energy.

8. **Identify this Project**

Clue 1 : Launched in November 2013 by the Indian Space Research Organisation (ISRO), this event created history by successfully entering the orbit of a celestial body in its very first attempt.

Clue 2 : The objective of the mission was to conduct scientific studies on its surface features, morphology, minerals and atmosphere.

Clue 3 : This launch made India the only country to be successful in making its spacecraft orbit the body in its very first attempt.

9. **Identify this Personality**

Clue 1 : A famous personality of the 19th & 20th Century. He was awarded a knighthood by King George V in 1915, but he renounced it in protest of the 1919 Jallianwala Bagh massacre.

Clue 2 : He was born on 7th May, 1861 in Calcutta in a Zamindar family and is also popularly known by the nicknames “Gurudev” and “Kabiguru”.

Clue 3 : He is a Nobel laureate and the composer of the national anthem of two countries and said to have inspired the national anthem of another country.

10. **Identify this Instrument**

Clue 1 : This instrument is used to gather and measure the amount of liquid precipitation over a predefined area, over a period of time.

Clue 2 : It is also known by the name udometer, pluviometer, ombrometer, and hyetometer.

Clue 3 : This instrument is used by the meteorologists and hydrologists.

Answers and Scoring Sheet on Page 69

Recipe Section:

মুর্গ মাখানি

উপকরণঃ বোনলেস চিকেন ১.৫ কেজি ,আদা ,রসুন, পেঁপে, বেসন, ধনেপাতা, জিরে গুঁড়ো, নুন, তেল, মাখন, কাজু, পোস্ত, চারমগজ, দই, ক্রিম, ঘি, ভিনিগার এবং লেবুর রস।

প্রণালীঃ চিকেনের টুকরোগুলোতে ভিনিগার, লেবুর রস, নুন মাখিয়ে ১ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। একটা পাত্রে মাখন গলিয়ে নিতে হবে। বেসন জলে গুলে তাতে মাখন, ধনে পাতা বাটা , আদা ও রসুন বাটা মিশিয়ে একটা মিশ্রন প্রস্তুত করতে হবে। সেই মিশ্রনটি চিকেনের টুকরো গুলোতে মিশিয়ে খানিকক্ষণ ম্যারিনেট করতে হবে। তন্দুর আভেনে ১৫০ ডিগ্রি উত্তাপে ৩০ মিনিট গ্রিল করতে হবে। পেঁয়াজ মিহি করে কুচিয়ে নিতে হবে। তামার হাঁড়ি আঁচে বসিয়ে পেঁয়াজ ঘি'তে ভেজে নিতে হবে। সোনালি বাদামী রঙ ধরলে তাতে কাজু, পোস্ত, ও চারমগজ বাটা মিশিয়ে আরো খানিকক্ষণ কষতে হবে। তাতে দই ও ক্রিম মিশিয়ে নাড়তে নাড়তে মিশ্রণের রং সোনালী হয়ে এলে গ্রিল করা চিকেনের টুকরো মিশিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিতে হবে।

শাহি পনীর

উপকরণঃ ২৫০ গ্রাম পনীর, ২০ গ্রাম কাজু বাদাম, ১০ গ্রাম পোস্ত, চারমগজ ১০ গ্রাম, আদা, লাল লঙ্কা, প্রয়োজনমতো আস্ত জিরে, আধ কাপ টমাটো পিউরি, কিসমিস আর নুন-তেল পরিমাণমতো।

পদ্ধতিঃ পনীর টুকরো করে কেটে হালকা করে গরম তেলে ভেজে তুলে নিতে হবে। কড়াতে তেল গরম হলে জিরে ফোড়ন দিতে হবে। আদা, কাজুবাদাম, পোস্ত, চারমগজ বেটে হালকা করে ভেজে নিয়ে আধ কাপ টমাটো পিউরি দিয়ে দিতে হবে। নুন, চিনি দিয়ে ফুটে উঠলেই, পনীরের টুকরোগুলো দিয়ে কিসমিস ছাড়তে হবে। তেল ভেসে ভেসে বেশ মাখা মাখা হয়ে উঠলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।

মৌসুমী বিশ্বাস

CORE COMMITTEE FOR THE YEAR 2024-25	
Mr. Swapan Biswas	President
Mr. Supriyo Datta	Vice President
Mr. Naba Ghosh	Advisor to the President
Mr. Srinesh Kundu	Advisor to the President
Ms. Ruma Mandal	Jt Secretary
Mr. Subhasis Pramanik	Jt Secretary
Mr. Sugam Ghosh	Finance Coordinator
Mr. Mrinmoy Das	Cultural Coordinator
Mr. Bhaskar Dasgupta	Magazine Coordinator
Mr. Pallab Sarkar	Media Coordinator
Mr. Subhabrata Mukherjee	Event Coordinator
Ms. Sukanya Misra	Member of the core committee

IBCAJ MEMBER LIST 2024-25

1	Mr. Amit Chakraborty
2	Mr. Amlan Debnath
3	Anirban Nandi
4	Ms. Ankita Nandy
5	Mr. Arpan Kr. Das
6	Mr. Biplab Chakraborty
7	Dr. Bhaskar Dasgupta
8	Mr. Bhaskar Deb
9	Mr. Durjay Biswas
10	Mr. Dipankar Biswas
11	Mr. Joydip Ghosh
12	Dr. Kaustav Bhattacharya
13	Mr. Manish Kothari
14	Mr. Mrinmoy Das
15	Mr. Naba Kumar Ghosh
16	Dr. Ruma Mondal
17	Mr. Pallab Sarkar
18	Mr. Punit Tyagi
19	Dr. Rajib Shaw
20	Mr. Suchhando Chatterjee
21	Mr. Sanjib Chatterjee
22	Mr. Sanjib Sanyal
23	Mr. Shovan Sen
24	Ms. Somdatta Banerjee
25	Mr. Somsubhra Ghosh
26	Mr. Soumyadeep Mukherjee
27	Mr. Srinesh Kundu
28	Ms. Subarna Maity
29	Mr. Subhabrata Mukherjee
30	Mr. Subhasis Pramanik
31	Mr. Subrojyati Bosu
32	Mr. Supriyo Datta
33	Mr. Sudipta Das
34	Mr. Sugam Ghosh
35	Dr. Sukanya Misra
36	Mr. Swapan Kumar Biswas

IBCAJ Event Pictures, 2023-2024

Camp 2023

SDG special awareness campaign, 2024

Saraswati Puja 2024

SDG corner Anandadhara, 2024

Nababarsha 2024

Durgapuja, 2023

Bonsai Festival, Yokohama 2024

শব্দবাজির উত্তরপত্র

লোপাটঃ (মোটামুটি সব উত্তর দিলেও, এমন শব্দ হতেই পারে যা এখানে দেওয়া নেই)

১) জানলা ২) বোতাম ৩) বালতি, বিলেত, বিলেতি/বিলিতি

৪) আগুন ৫) পেয়ারা, পায়রা ৬) আলমারি

৭) মোবাইল ৮) পায়জামা ৯) কাকাতুয়া ১০) টেলিফোন

পাল্টিঃ

১) বুধবার ২) বিরিয়ানি ৩) তালপাতা ৪) ডিমভাজা

৫) জানুয়ারি ৬) টিয়াপাখি ৭) সাবধান ৮) তেলেভাজা

৯) মালাইচাকি ১০) কাবুলিওয়ালা

মুড়োল্যাজাখাবলিঃ (একাধিক সমাধান হতেই পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে)

১) রবিবার ২) বোঝাবুঝি ৩) কোণঠাসা ৪) ঢাকাঢুকি ৫) পিসেমশাই ৬) গণবিবাহ ৭) শীতকাতুরে ৮) হাসনুহানা ৯) ডুবোজাহাজ ১০) লাগামহীন

আটাক্ষরীঃ

টা	ক		চা
	পা	হা	ড়
ম	ল	ম	
ন		লা	ই

ই	ল
হা	টা
লা	ম
চা	পা

Answers to Clue Based Quiz

1. **Daniel Bernoulli**

2. **Thomas Alva Edison**

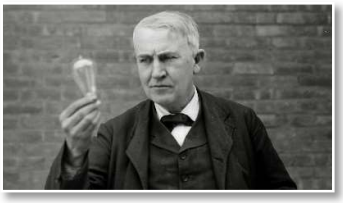

3. **The Kailasha Temple at Aurangabad in Maharashtra**

4. **The Pearl Harbour attack**

5. NITI Aayog **(National Institution for Transforming India)**

6. **Sheikh Mujibur Rahman**

7. Nuclear Fusion

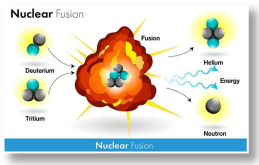

8. Mission Mangalyaan

9. Rabindranath Tagore

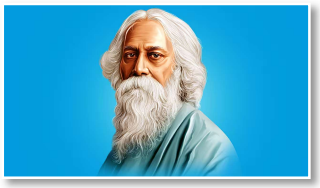

10. Rain Gauge

Your Score :

Qn#	Score
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
Total	

আগমনী 2024

Website: https://ibcaj.org
Email: info@ibcaj.org
Facebook: https://facebook.com/ibcaj
Instagram: ibcajapan

Publisher: India (Bengal) Cultural Association Japan